NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ 'ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারানো মোটেও সহজ হবে না', জানিয়ে দিলেন পাঠান

ভারত সোনার খনি, প্রতিভার অভাব নেই, বলছেন ওয়েঙ্গার ৮

কলকাতা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২৯ ভাদ্র ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৯৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 16.9.2023, Vol.17, Issue No.97, 8 Pages, Price 3.00

বাংলায় লগ্নির জন্য সব তৈরি, শুধু আসার অপেক্ষা

মাদ্রিদ শিল্প সম্মেলনে আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

মাদ্রিদ, ১৫ সেপ্টেম্বর: রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরে ইউরোপের শিল্পপতিদের এরাজ্যে বিনিয়োগের জন্য আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার স্পেনের মাদ্রিদে শিল্পপতিদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, এরাজ্যে পাহাড়, জঙ্গল, নদী, সমুদ্র সব রয়েছে। দক্ষ কর্মীর অভাব নেই। শিল্পায়নের উপযুক্ত পরিবেশও রয়েছে।

শিল্পপতিদের বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পর্যটন থেকে ক্রীড়া নানান ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য রাজ্যের দরজা খোলা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বাংলার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে গিয়ে সামাজিক প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরেন। কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডারের কথা উল্লেখ করেন তিনি। চলতি বছরের ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে স্পেনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানান মুখ্যমন্ত্রী। স্পেনের বণিকমহলের তরফে মাদ্রিদের বাণিজ্য সম্মেলনে ছিলেন স্পেনের চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট এ জেইমে মন্তালভো। তিনি বলেন, এ রাজ্যে বিনিয়োগের বিষয়ে তাঁরা উৎসাহী। ভারত ক্রমশ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হচ্ছে। রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গেরও আর্থিক রেখচিত্র ঊর্ধ্বমুখী। তাই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিনিয়োগ ও শিল্পস্থাপনের বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে তিনি আশাবাদী।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের তরফে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী বাংলার অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যাওয়া শিল্পপতিদের মধ্যে তরুণ ঝুনঝুনওয়ালা, উমেশ চৌধুরী, আদিত্য আগরওয়াল, প্রশান্ত মোদি, শাশ্বত গোয়েঙ্কা বাংলার শিল্প পরিবেশের কথা তুলে ধরেন।

সৌরভের দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা রাজ্যে

মাদ্রিদ, ১৫ সেপ্টেম্বর: আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে তাঁর নিজের দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানাটি তৈরি হতে চলেছে। স্পেনের মাদ্রিদ শহরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এ কথা ঘোষণা করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভের প্রথম ইস্পাত কারখানাটি তৈরি হয়েছে দুর্গাপুরে। তার পরেরটি বিহারের পাটনায়। পরেরটি ফের বাংলায় করতে চলেছেন। এ জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসচিব বন্দনা যাদবকে ধন্যবাদ জানান ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ। মুখ্যমন্ত্রীর সফর সঙ্গী দেশের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, মেদিনীপুরে তিনি নিজের তৃতীয় ইস্পাত কারখানাটি তৈরি করছেন। মেদিনীপুরে ইস্পাত কারখানা তৈরি করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলায় কেন লগ্নি করা উচিত বলেও জানালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলা স্থিতিশীল। ব্যবসার জন্য সরকার সাহায্য করে। ল্যান্ড ব্যাংক রয়েছে। সেই কারণেই মেদিনীপুরেই ইস্পাত কারখানা করবেন বলে জানালেন। লগ্নিকারীরা নিশ্চিন্তে লগ্নি করতে পারেন বলে আশ্বাস দেন সৌরভ।

বাংলায় বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী ১২ দিনের বিদেশ সফরে গিয়েছেন। স্পেন থেকেই সিংহভাগ বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার।

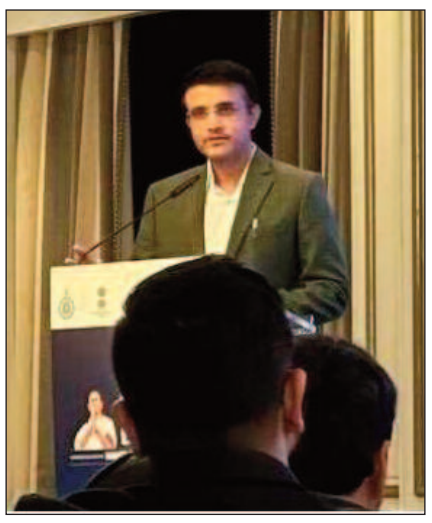

শুক্রবার মাদ্রিদে ছিল শিল্প সম্মেলন। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্পেনের চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিরা। সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই প্রতিশ্রুতিমাফিক ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তখনই বাংলায় বিনিয়োগ নিয়ে বলেন তিনি।

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে ক্ষুব্ধ আদালত

উপাচার্য নিয়োগ করতে সার্চ কমিটি গঠন করবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর: আর একতরফা স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নয়। এই ইস্যুতে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট। এবার স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠন করে দেবে খোদ সর্বোচ্চ আদালত। ওই কমিটিতে থাকার জন্য রাজ্য, রাজ্যপাল এবং ইউজিসিকে কমপক্ষে ৩-৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করার কথা বলা হয়েছে। আগামী সাতদিনের মধ্যে নাম পাঠাতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সরকারের মধ্যে এখনও সংঘাতের আবহ। বেশ কয়েকদিন আগে ঠিক এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে। ওই মামলার সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে একতরফা উপাচার্য নিয়োগের অভিযোগ করেছিল রাজ্য সরকার। ওই মামলার শুনানিতে শুক্রবার রাজ্য সরকারের আইনজীবী মনু সিংভি অভিযোগ করেন, বারবার আবেদন সত্ত্বেও রাজ্যপাল আলোচনায় বসার ক্ষেত্রে সাড়া দেননি রাজ্যপাল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় না বসায় বিচারপতিদের প্রশ্নের মুখে রাজ্যপালের আইনজীবী। পালটা রাজ্যপালের আইনজীবী অভিযোগের সুরে জানান, প্রকাশ্যে রাজ্যপালকে আক্রমণ করছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

সওয়াল জবাব শোনার পর সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, 'আপনাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। ব্যক্তিগত সম্মান বা ইগো ভুলে যান। আমাদের উদ্বেগের বিষয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রছাত্রীরা। আপনি সহযোগিতা না করলে সমস্যার জট কাটবে না।' এরপর সুপ্রিম কোর্টের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় আর একতরফা উপাচার্য নিয়োগ করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টের তরফে গঠন করে দেওয়া হবে সার্চ কমিটি। তিনটি আলাদা প্যানেল থেকে একটি সার্চ কমিটি গঠন করবে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করবে এই কমিটি। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে খুশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘনিষ্ঠ মহলে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন তিনি। সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও।

মন্দারমণির সমুদ্রে নেমে মৃত্যু কলকাতার পর্যটকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৌশিকী অমাবস্যার জন্য গত দু'দিন ধরেই অশান্ত সমুদ্র। দিঘা-সহ সংলগ্ন মন্দারমণি, তাজপুর, শঙ্করপুরে সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু শুক্রবার পুলিশি নজর এড়িয়ে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মন্দারমণির সমুদ্রে নেমে বিপর্যয়ের মুখে পড়লেন কলকাতার কয়েক জন পর্যটক। পুলিশ সূত্রে খবর, সমুদ্রে ডুবে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম নাভেদ আখতার (২৮)। এ ছাড়াও সমুদ্রস্নানে নেমে দুই যুবক এখনও নিখোঁজ। তাঁদের নাম ওসামা আহেত এবং আতিফ হায়দর। সমুদ্র থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে সিদ্ধার্থ সাহা এবং শেখ আব্দুস নামে দুই যুবককে। এঁরা সবাই কলকাতার তালতলা এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা থেকে ওই পাঁচ পর্যটক বৃহস্পতিবার মন্দারমণির একটি হোটেলে ওঠেন। দু'দিনের জন্য হোটেলঘর ভাড়া নেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার উত্তাল সমুদ্রে স্নানে নেমে পড়েন তাঁরা। সে বার স্থানীয়রাই তাঁদের তুলে দেন। কিন্তু শুক্রবার দুপুরে ওই পাঁচ পর্যটক সবার চোখ এড়িয়ে মন্দারমণির সমুদ্রতটে যেখানে ফাঁকা, সেখানে চলে যান। তার পর সমুদ্রে নেমে পড়েন। বেলা দেড়টা নাগাদ খবর আসে ওই পর্যটকেরা তলিয়ে গিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশের সহযোগিতায় তিন জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা নাভেদকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, নিখোঁজ দুই পর্যটকের সন্ধানে জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

শহর থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার ইডি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার শহরে। ইডি দপ্তরের তরফ থেকে অভিযান চালানোর পর উদ্ধার হয় ৪১৭ কোটি টাকা। সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে সোনার বাট, গহনা। ইডি সূত্রে খবর, কলকাতা-সহ তিন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। 'মহাদেব অ্যাপ' নামে অনলাইন বেটিং সংস্থার দপ্তরে তল্লাশি চালিয়ে ৪১৭ কোটি টাকা উদ্ধার করেছেন ইডি আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের একাংশই বলছেন, এখনও পর্যন্ত নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কিংবা ই-নাগেটস জাতীয় অনলাইন গেমিং সংস্থার কর্তার বাড়িতে হানা দিয়ে যত পরিমাণ টাকা উদ্ধার করেছেন তা এদিনের উদ্ধার হওয়া অর্থের কাছে কিছুই নয়। ফলে এবার ইডি-র র‍্যাডারে 'মহাদেব অ্যাপ' নামে অনলাইন বেটিং সংস্থা। জানা যাচ্ছে, এই সংস্থার সদর দপ্তর দুবাইয়ে। সেখানকারই বিভিন্ন ভুয়ো অ্যাকাউন্টে টাকা পাচার হত। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে উঠে এসেছে হাওয়ালা যোগের তথ্যও।

তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন, দুবাইয়ে বসেই প্রতারণার গোটা জাল বিছানো হয়েছিল একাধিক মেট্রো সিটিতে। 'মহাদেব বেটিং অ্যাপ' সংস্থার মালিকের নাম রবি উপ্পল, সৌরভ চন্দ্রাকর। ইডি তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। এই অনলাইন প্রতারণার চক্রের তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই আরও জোরাল হয়ে উঠেছে বলিউড যোগ। একটি প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে কলকাতা, মুম্বই, ভোপালে একযোগে তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। আর এই মহাদেব বেটিং অ্যাপের সূত্র ধরে এবার ইডির নজরে টাইগার শ্রফ, সানি লিওনি, নেহা কক্কর, রাহাত ফতেহ আলি খান, বিশাল দাদলানি, আতিফ আসলাম, ভারতী সিং, নুসরত ভারুচার মতো নাম জড়াল ১৪ জন বলিউড তারকার।

চাঁদনি মার্কেট চত্বরে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাঁদনি মার্কেট চত্বরে অগ্নিকাণ্ড। চাঁদনি মার্কেট সংলগ্ন ম্যাডান স্ট্রিটের একটি সওদাগরী অফিসের দফতরে শুক্রবার সন্ধ্যায় হঠাৎই আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। যে বাড়িটিতে আগুন লেগেছে তার ঠিকানা ৮ ম্যাডান স্ট্রিট। বাড়িটির নীচে পাথরের ফলকে লেখা 'ইস্ট ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স ভবন'। বৈদ্যুতিক জিনিসপত্রে ঠাসা চাঁদনি মার্কেটের গায়েই পাঁচতলা ওই বাড়ি। আগুন লেগেছে বাড়িটির সবচেয়ে উপরের তলে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

ভুল বানান লেখায় চাকরি প্রার্থীকে ভর্ৎসনা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এজলাসেই ইন্টারভিউ চলাকালীন ভুল বানান বলায় এক চাকরিপ্রার্থীকে ভর্ৎসনা করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিরক্তির সুরে বিচারপতি বলেন, 'এই বিদ্যে নিয়ে স্কুলে শিক্ষকতা করতে যাবেন? আপনার আবেদন খারিজ করতে বাধ্য হচ্ছি।'

২০১৪ সালের ওই টেট পরীক্ষার্থী পাশ করতে পারেননি। তাঁর দাবি, পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন ভুল ছিল। সেই নম্বর পেলে, তিনি চাকরি পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। গত ১৭ জুলাই আবেদন শোনার পর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় চাকরিপ্রার্থীকে তাঁর প্রাপ্য নম্বর দিতে হবে। চাকরিপ্রার্থীর ইন্টারভিউ এবং অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট নতুন করে নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুক্রবার সেই মামলার শুনানিতে টেট পরীক্ষার্থীর ইন্টারভিউ এবং অ্যাপ্টিটিউট টেস্টের ভিডিওগ্রাফি দেখানো হচ্ছিল। তাতে দেখা যায় চাকরিপ্রার্থী ব্ল্যাকবোর্ডে লিখছেন, 'আমরা চাষ করী আনন্দে।' অর্থাৎ 'করি' বানান ভুল। এরপর চাকরিপ্রার্থীকে বিচারপতি বলেন, 'আপনি শিক্ষক হবেন? বলুন তো দুর্গা বানান কী?' চাকরিপ্রার্থী উত্তরে 'দুর্গা' বানান ভুল বলেন। 'উ' কারের বদল বলেন 'ঊ' কার। চাকরিপ্রার্থীর বানানের ভুল সংশোধন করে দেন। বলেন, 'এই বানান না জানলে কীভাবে শিক্ষক হবেন? কী করে এই বানান ভুল করলেন?' চাকরিপ্রার্থীর জবাব, 'আমি নার্ভাস ছিলাম। তাই ভুল হয়ে গিয়েছে।' 'নার্ভাস হয়ে কেউ 'করি' বানান ভুল লেখে?' পালটা প্রশ্ন করেন বিচারপতি। এরপর নিজের বয়ান বদলে চাকরিপ্রার্থী বলেন, 'অনেকদিন আগে পড়েছিলাম তাই ভুলে গিয়েছি।' বিচারপতির জবাব, 'আমিও বহু বছর আগে পড়েছি। এই তো সেদিন আপনারা পড়ে এলেন, সব ভুলে গেলেন।' এরপর ভিডিও দেখা বন্ধ করে দেন বিচারপতি। চাকরিপ্রার্থীর আবেদন খারিজ করে বলেন, 'এই বিদ্যে নিয়ে আপনি স্কুলে যাবেন? আপনার থেকে কম যোগ্যতার কেউ টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন। তবে আপনি স্কুলে পড়ানোর যোগ্য নন।'

আগামী বুধবার পর্যন্ত চলবে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বুধবার পর্যন্ত টানা চলবে বৃষ্টি। মাঝের শনি ও রবিবার হালকা বৃষ্টি হলেও, সোমবার থেকে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি। জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, নিম্নচাপ যেটা তৈরি হয়েছিল, সেটা অনেকটাই সরে গিয়েছে। সরে গিয়ে মধ্যপ্রদেশের পূর্ব দিকে অবস্থান করছে। মৌসুমী অক্ষরেখা ওড়িশা হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ওপরেই রয়েছে।

শুক্রবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বেশ কয়েকটি জেলায় সকালেই মারাত্মক বৃষ্টি হয়েছে। ১৬ থেকে ১৭ তারিখ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেকটা কমে যাবে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। তবে কোথাও কোথাও হালকা বিকৃত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ১৮ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত বৃষ্টি আবারও বাড়বে।

লিবিয়ায় মৃতের সংখ্যা ছাড়াতে পারে ২০ হাজার

ত্রিপোলি, ১৫ সেপ্টেম্বর: ভয়ঙ্কর ঝড় 'ড্যানিয়েল'-এর ধাক্কায় মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে লিবিয়া। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। প্রকৃতির রুদ্ররোষে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি ডারনা শহরের। চারদিকে শুধু মৃতদেহের স্তূপ, স্বজনহারা কান্না। খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে একের পর এক বাড়ি। কমপক্ষে ২০ হাজার মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা ডারনা প্রশাসনের। লিবিয়ার বন্দর শহর ডারনার মেয়র আবদুল মেনাম আল-গাইথি সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম আল আরবিয়াকে জানিয়েছেন, 'ভয়াবহ বন্যায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ডারনা শহর। এই শহরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৮ থেকে ২০ হাজার হতে পারে। এখনও পর্যন্ত ৫ হাজার ৩০০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।' আশঙ্কা প্রকাশ করে মেয়র জানিয়েছেন, 'গোটা শহরে যেভাবে কাদাজলে সারি সারি মৃতদেহ ভাসছে তাতে ব্যাপক সংক্রমণের ভয় রয়েছে।' ভয়ঙ্কর এই দুর্যোগের পর আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্য চেয়েছে লিবিয়ার প্রশাসন। ইতিমধ্যেই মিশর, তুরস্ক এবং কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে উদ্ধারকারী দল সহায়তায় জন্য পৌঁছেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৩৫৯ নং এফিডেভিট বলে Shibnath Sana ও Sibaram Sana S/o. Paritosh Sana, Father of Santu Sana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩১৯ নং এফিডেভিট বলে Arup Paramanik S/o. Mahadeb Paramanik ও Arup Pramanick S/o. M. Pramanick সাং দক্ষিণ গোপালপুর, বলাগড়, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৬/১৯ S.D.E.M. সদর, হুগলী, কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Mithu Saha D/o. Bholanath Saha নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tanisha Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, কলকাতা, কোর্টে ২৭০২ নং এফিডেভিট বলে Swapan Mukherjee ও Swapan Mukhopadhyay S/o. Amarnath Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৪/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Dulal Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sanatan Mondal ও S. Mondal সাং রঘুনাথপুর, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Prabir Das S/O Late Birendra Lal Das R/O 4, no Colony PO Mallickpara Dakhin Rajyadharpur PS Serampore Hooghly 712203, Vide Affidavit (9908) Dated 14/09/2023 in the court of LD Judicial Magistrate, 1st class Serampore, Declare that Prabir Das & Prabir Kumar Das is the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি ইমান সেখ, পিতা- আলিমুদ্দিন সেখ, সাং হাজরাপোতা পূর্বপাড়া, পলাশী, কালীগঞ্জ, নদীয়া, ৪.৮.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে ইমান সেখ, পিতা- আলিমুদ্দিন সেখ ও ইমরান সেখ, পিতা- এ. সেখ একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Asura Das, D/o- Bappa Das, have changed my religion from Hindu to Muslim and known as Asura Khatun instead of Asura Das vide affidavit no.- 6398 sworn before the Notary Public at Tamluk on 30/08/23.

I, Himani Agarwal, W/o Sandeep Agarwal, R/o 11RD, Rukmani Parasmani, Narkeldanga Road, Kolkata -54, do hereby state that my name has been recorded as Himani Vinod Agrawal in my passport and vide affidavit dated 05.09.23 sworn before the Ld. JM, 1st class, Alipore i have declared that my correct name is Himani Agarwal and i shall be henceforth known as such. I declare that both Himani Vinod Agrawal and Himani Agarwal are one and the same person and are identical.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ, পিতা- ˚ কার্ত্তিক চন্দ্র দেবনাথ, সাং কেওটা ৩ নং মিলিটারী কলোনী, সাহাগঞ্জ, হুগলী, ঘোষণা করিতেছেন যে, তাহার উকিলবাবু শ্রীযুক্তবাবু তির্থেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ০১/০৯/২০২৩ তারিখের প্রেরিত নোটিশ দ্বারা শ্রী তাপস কুমার ঘোষ পিতা-ঁব্রজেন কুমার ঘোষ, সাং কেওটা ৩ নং মিলিটারী কলোনী, সাহাগঞ্জ, হুগলী মহাশয়ের নাম বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত Power of Attorney বা আমমোক্তার নামা যাহার নং ০০১০৫৭১৭ তাং ২৮/১০/২০১০ তাহা বা উক্ত Power of Attorney বা আমমোক্তার নামা ১৮/০৫/২০২৩ তারিখের ০৬০১০০০৫৫ নং Cancellation / Revocation of Power of Attorney দ্বারা বাতিল ও অকার্য্যকর বলিয়া জানাইয়াছেন এবং আরও ঘোষণা করিতেছেন উক্ত তাপস কুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত উক্ত বিষয়ে আমার মক্কেলের কোন সম্পর্ক রহিল না এবং তাহার দ্বারা ১৮/০৫/২০২৩ তারিখের পর হইতে বলবৎ করা কোন দলিল সর্বত্র অকৃতকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে।

Tirthesh Ch. Bhattacharjee
Advocate
District Judges' Court,
Chinsurah, Hooghly 15/9/23

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট (সিভিল জজ) জুঃ ডিঃ আদালত

মিস (প্রোবেট) কেস নং ৩৩/২০১৭

দরখাস্তকারী - নিস্কু দাস ওরফে নিরু দাস,

এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি দিয়া সর্ব সাধারণ কে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী নিস্কু দাস ওরফে নিরু দাস, স্বামী- স্বর্গীয় গোবিন্দ দাস, সাং- এলানিয়া শিবতলা রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, প্রোবেট পাইবার মর্মে অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অদ্য ইংরাজী ০১/০৮/২০২৩ তারিখে আমার স্বাক্ষর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

আদেশানুসারে
Ripan Majumder.
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Jr. Divn.) Court
Nabadwip, Nadia

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIT NO. 022/CFC TIED AND UNDIED/ 2023-24,** Last date of submission **22.09.2023 up to 6 pm.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.

**Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIT No. 14e/ KNGP/2023-24/15th FC (UNTIED), 15e/ KNGP/ 2023-24/15thFC (UNTIED)**, Last date of submission **23.09.2023 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram
Panchayat.**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ ই সেপ্টেম্বর ,২৮ শে ভাদ্র , শনিবার প্রতিপদ তিথী। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলের মহাদশা কাল ও বিংশোত্তরী রবির র মহাদশা কাল । মৃতে ত্রিপাদ দোষ , সকাল ৭ ৫২ র পর একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে-- তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালী র নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ- প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল- রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই সুবস্ত তৈরি হবে।

(আজ শুভারম্ভ দিবসত্রয় ব্যাপী অগস্ত্যঅর্ঘ্য প্রদান--গৌরদেশবাসী)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যে বাড়ছে ডাক্তারির আসন সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে ডাক্তারির আসন সংখ্যা বাড়ছে। জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন এরাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির জন্য ডাক্তারি স্নাতক স্তরে ২২৫০ টি এবং স্নাতকোত্তরে ১৪৭ টি নতুন আসন অনুমোদন করেছে। রাজ্যের ১৭ টি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ভর্তির অনুমোদন দিয়েছে মেডিক্যাল কমিশন। রাজ্যের ছ'টি হাসপাতালকে সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে কমিশন। সেখানে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ডাক্তারি স্নাতক স্তরে ১০০ জন করে ছাত্র ভর্তি করা যাবে। এই নতুন কলেজগুলি হল বারাসাত, উলুবেড়িয়া, আরামবাগ, তমলুক, ঝাড়গ্রাম এবং জলপাইগুড়ি। রাজ্যে ২টি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির অনুমোদন দিয়েছে মেডিক্যাল কাউন্সিল। এর একটি চাকদা অন্যটি সল্টলেকে। দু'টি কলেজের প্রতিটিতেই শূন্য আসন রয়েছে ১৫০টি করে। অর্থাৎ মোট আসন সংখ্যা ৩০০। এর ফলে রাজ্যে এমবিবিএস-এর মোট আসন সংখ্যা বেড়ে হল ৫, ১২৫।

সম্প্রতি ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র ভর্তির নিয়ম বদল করেছে জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন। তারা জানিয়েছে মেডিক্যালে স্নাতকের সর্বাধিক আসন হবে ১৫০। সেক্ষেত্রে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বার্ষিক ৫০, ১০০, ১৫০ এইভাবে পড়ুয়া ভর্তি নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এমন নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলিকেই অনুমোদনপত্র দেওয়া হবে। কোনও হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজ হিসাবে পঠনপাঠন শুরু করলে গ্রামীণ অথবা শহরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকা আবশ্যিক। রয়েছে স্নাতক স্তরের আসন, বাধ্যতামূলক উপস্থিতি, স্কিল ল্যাব এবং আরও অন্যান্য বিষয়।

নতুন ডিগ্রি কোর্স চালু করার আগে লাগবে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে কোনও বিষয়ে নতুন ডিগ্রি কোর্স চালু করার আগে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আগাম অনুমোদন নিতে হবে বলে রাজ্য সরকার এডভাইজারি জারি করেছে। এই জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের আগাম অনুমোদন ছাড়াও সব ধরনের ছাড়পত্র নিতে হবে বলে এডভাইসারিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মূলত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্যেই এই নিয়ম চালু করা হচ্ছে বলে দপ্তর সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নজরে এসেছে এরকম কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে আবেদন করছে ডিগ্রি কোর্সের জন্য 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট'-এর জন্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ক্লিয়ারেন্স বা আগাম অনুমোদন নেওয়ার জন্য। নির্দেশে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। মনে করা হচ্ছে, রাজ্যের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের নিয়োগকে না মেনে ডিগ্রি কোর্স চালুর অনুমোদন দিয়ে দিচ্ছিলেন। সেই কারণে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে এই বিশেষ সতর্কবার্তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বারাসত জোনাল অফিসে হিন্দি দিবসের আয়োজন করা হয়।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলোতে যুক্ত হচ্ছে আরও পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মানুষের সুবিধার্থে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলিতে আরও বেশ কিছু নতুন পরিষেবা যুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে এই কেন্দ্রগুলি থেকে ৪০ ধরনের পরিষেবা পাওয়া যায়। এর সঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তিকরণ, হকারদের ঋণ সংক্রান্ত আবেদন,দূরপাল্লার সরকারি বাসের বুকিং, সংখ্যলঘু ঋণ, ট্রাফিক ফাইন, স্কুল-কলেজে ভর্তির জন্য টাকা জমা করার মতো পরিষেবা যুক্ত করা হচ্ছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এর ফলে মানুষ নির্ঝঞ্ঝাটে আরও অনেক সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ পাবেন।

ইতিমধ্যে হকারদের ঋণের আবেদন এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম তোলার প্রক্রিয়া এই সহায়তা কেন্দ্র থেকে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি এক বৈঠকে আরও কয়েকটি পরিষেবা চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার থেকে বর্ধমান শিলিগুড়ি-সহ অন্যান্য দূরবর্তী জায়গায় যেতে গেলে সরকারি বাসের বুকিং করতে অসুবিধা হবে না। এমনকী অনলাইনেও সমস্যা হলে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র তার মুশকিল দূর করবে। সরকারি আধিকারিকদের মতে, এক ছাতার তলায় যাবতীয় পরিষেবা যাতে মানুষ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে বিএসকে অত্যন্ত কার্যকারী হয়ে উঠেছে। তার কারণ অনেক জায়গাতে ইন্টারনেটের সমস্যা আছে। আবার বহু মানুষ এখনও অনলাইন মাধ্যমের সঙ্গে সড়গড় হননি। প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে বলে সেই নাগরিকরা সেখানে গিয়ে নানা পরিষেবা নিতে পারছেন। জানা গিয়েছে, বিদ্যুৎ বিল জমা দেওয়ার কাজ সব থেকে বেশি হচ্ছে এই বিএসকেগুলিতে। এছাড়াও স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের এনরোলমেন্ট এবং কেওয়াইসি আপলোড করার কাজও হচ্ছে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও প্রতিদিন সরকারের বিপুল রাজস্ব আদায় হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি জেলাতেই গড়ে কয়েক লক্ষ টাকা করে লেনদেন হচ্ছে প্রতিদিন।

ব্যারাকপুর সূর্যপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের উন্নয়নে সাহায্যের আশ্বাস অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেবী আগমনে দেবী দর্শন। শুক্রবার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সূর্যপুর শাখায় মুক-বধির ও দৃষ্টিহীন নিবাসে এক সেবামূলক কর্মসূচি নিয়েছিল ব্যারাকপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম। এদিন মিশনের শিশুদের কিছুক্ষন কাটালেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি শিশুদের হাতে প্রসাধনী সামগ্রীও তুলে দিলেন। ব্যারাকপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের তরফে মিশনের শিশুদের মধ্যাহ্ন ভোজন করানো হয়। সাংসদ ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন গারুলিয়া ও টিটাগড় পুরসভার কাউন্সিলর যথাক্রমে পঙ্কজ দাস ও বিকাশ সিং, ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার কৌশিক সারেঙ্গি, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রাক্তন সহ-সভাপতি কাশীনাথ সাউ, ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার পাত্র-সহ বিশিষ্ট জনেরা। এদিন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, রক্তদানের পাশাপাশি ওনারা সেবামূলক কাজেও নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। সূর্যপুর মিশনের উন্নয়নে এদিন সর্বতভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন ব্যারাকপুরের জনপ্রিয় সাংসদ।

বৃহস্পতিবার কলকাতার রোটারি সদনে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিল অফ দি ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়ার তরফে (আইসিএসআই) 'শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন' থিমের ওপর শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কলকাতায় চালু হল 'তিসভা'র প্রথম স্টোর

কলকাতা: উষা ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রিমিয়াম ডেকরেটিভ ও আর্কিটেকচারাল লাইটিং ব্র্যান্ড, তিসভা শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতার ৮৩ তপসিয়া রোডে ট্রিনিটি টাওয়ারে তাদের ফ্ল্যাগশিপ স্টোর চালু করল। সুপারস্টার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের দ্বারা উদ্বোধন করা এই লাইটিং স্টুডিওটি সমস্ত ক্ষেত্রের আলোর জন্য একটি ওয়ান স্টপ শপ। এই স্টোর লঞ্চ করতে গিয়ে উষা ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রেসিডেন্ট ও বিজনেস হেড, লাইটিং (তিসভা), প্রিমিয়াম ফ্যানস এবং ওয়াটার সলিউশন বিজনেস, বিকাশ গান্ধি বলেন, এই স্টোরটি চালু করার সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য এই অঞ্চলে বিশ্বমানের প্রোডাক্ট নিয়ে আসা যা ইনোভেশন ও ডিজাইনের একটি নিখুঁত সংমিশ্রণ।

নতুন তিসভা স্টোর উদ্বোধন করতে গিয়ে বাংলা সিনেমার তারকা অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, তিসভা'র লাইটিং সলিউশনগুলি ব্যবহার করে যে কেউই তাদের নিজেদের বাড়ি'র লাক্সারি কোশেন্টকে বাড়িয়ে তুলতে পারবে।

মহাত্মা গান্ধির জন্মজয়ন্তীতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের স্বচ্ছতা পক্ষ পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ২ অক্টোবর পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধির জন্মজয়ন্তীতে দক্ষিণ-পূর্ব রেল স্বচ্ছতা পক্ষ পালন করবে। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র গার্ডেনরিচ-এর এসইআর সদর দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের স্বচ্ছতার শপথবাক্য পাঠ করান। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পাশাপাশি ভারতকে পরিচ্ছন্ন ও পরিচ্ছন্ন দেশ হিসেবে গড়ে তোলার শপথ নেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আধিকারিক ও কর্মীরা পরিচ্ছন্নতার প্রতি দায়বদ্ধ থাকার শপথ গ্রহণ করেন।

পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর

বন্ধ থাকা ঘর থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। হালিশহর থানার খাসবাটি এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম সোমনাথ পাত্র (৫৪)। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে ভাটপাড়া রায় স্টুডিও এলাকার বাসিন্দা তনুশ্রী হাইত ফোন করে জানান তাঁর ভাইয়ের ঘর থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের উপস্থিতিতে ঘরের দরজা ভাঙেন। দরজা ভাঙতেই দেখা যায় বিছানায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন ওই ব্যক্তি। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির শরীরে কোথাও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। স্থানীয়দের দাবি, সোমনাথ বাবু বাড়িতে একাই থাকতেন। সাত-আটদিন আগে ওনাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ সেপ্টেম্বর ২৯ ভাদ্র, ১৪৩০, শনিবার

বেসরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তরুণ চিকিৎসকের মৃত্যু, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এক তরুণ চিকিৎসকের মৃত্যু হল কলকাতায়। রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজির সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুক্রবার ভোরে মৃত্যু হয়। শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে গত ছয় দিন ধরে ভর্তি ছিলেন তিনি। মাত্র ২৮ বছর বয়সি ওই চিকিৎসককে সিসিইউতে রেখে চিকিৎসা চলছিল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আরআইও'র ওই তরুণ চিকিৎসকের প্লেটলেট সাত হাজারে নেমে গিয়েছিল। সূত্রে খবর, গত বেশ কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। এরপর রক্ত পরীক্ষা করালে ডেঙ্গুর সংক্রমণ ধরা পড়ে শরীরে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা মেডিক্যালের চিকিৎসকদের মধ্যে ডেঙ্গি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

এদিকে বর্ষার মরশুম শুরু হতেই কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে ডেঙ্গু নির্মূল করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও ডেঙ্গুর ধাক্কা

পুরোপুরি সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। শহর কলকাতাতেও ডেঙ্গুর আতঙ্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছিল। অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়ারও কিছুদিন আগে কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে, সেই কিশোরও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ছিল। একের এর এক ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে।

উল্লেখ্য, রাজ্যে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই শাসক-বিরোধী চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। বাংলার ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে বিধানসভাও উত্তাল হতে দেখা গেছে। ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। এসবের মধ্যেই অবশ্য রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন বেশ কিছু পদক্ষেপ করছে। নিকাশি নালাগুলিতে গাপ্পি মাছ ছাড়া হচ্ছে। মানুষজনকে সচেতন করা হচ্ছে। কিন্তু এরপরও পুরোপুরি সামাল দেওয়া যাচ্ছে না রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি।

আধার প্রতারণা থেকে বাঁচতে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাইবার প্রতারণার এক নতুন মাধ্যম হয়ে উঠেছে এইপিএস অর্থাৎ আধার এনাবেলড পেমেন্ট সিস্টেম। আর এখান থেকেই প্রতারকরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং আধার কার্ডের তথ্য হাতিয়ে খালি করে দিচ্ছে জনসাধারণের অ্যাকাউন্ট। পুলিশ ও সাইবার বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, জমি, বাড়ি রেজিস্ট্রির অফিস রয়েছে সেই সমস্ত জায়গা থেকেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট।

এ বিষয়ে কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলের তরফে মহম্মদ আসাদুল্লাহ খান জানান, 'লোকজন এসে সম্প্রতি আমাদের কাছে লাগাতার একই ধরনের অভিযোগ করছেন। বলছেন তাঁরা কোথাও ওটিপি শেয়ার করেননি, ইউপিআই পিন শেয়ার করেননি, কেউ আমাকে কল করে কোনও অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলেনি, কারও কথায় আমি কোনও লিঙ্ক খুলিনি, অথচ আমার অ্যাকাউন্ট থেকে হাজার হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই বলছেন, টাকা কাটার পর ফোনে যে মেসেজ আসছে তাতে লেখা এইপিএস বা আধার এনেবেলড পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে টাকা কাটা হয়েছে।'

কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলের তরফে মহম্মদ আসাদুল্লাহ খান বলছেন, আধার কার্ডের মাধ্যমে পাওয়া এটা এক ধরনের সুবিধা। গ্রামে যে সমস্ত জায়গায় এটিএম কাউন্টার নেই সেখানে কেউ এইপিএস কাউন্টারে গিয়ে টাকা তুলতে পারেন। সেখানে শুধু লাগে ফিঙ্গার প্রিন্ট। এখন দেখা যাচ্ছে এই ফিঙ্গার প্রিন্টের অপব্যবহার করে আপনার টাকা আপনার অজান্তেই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে বের করে নেওয়া হচ্ছে।

মহম্মদ আসাদুল্লাহ জানান, এমআধার অ্যাপ রয়েছে। এটি ইনস্টল করে আধার অথেন্টিকেশন করে নিন। এরপর আপনার বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশন অপশনে যান। সেখানে গিয়ে আপনি আপনার বায়োমেট্রিক লক করে দিতে পারেন। ভবিষ্যতে আপনার জমি রেজিস্ট্রি-সহ অন্য কোনও কাজে প্রয়োজন হলে আপনি এটা আবার খুলতে পারেন। কাজ মিটে গেলে আবার লক করে দিতে পারেন। ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে আমরা ইন্টারন্যাশনাল লেনদেন চাইলে বন্ধ রাখতে পারি। এক্ষেত্রেও আধার লক করে রাখলে বায়োমেট্রিকের অপব্যাহারের হাত থেকে খানিকটা রেহাই মিলতে পারে।

এবার মানিক পুত্র সৌভিকের বিরুদ্ধে নয়া তথ্য ইডি-র হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মানিক ভট্টাচার্যের ছেলে সৌভিকের বিরুদ্ধে আরও নতুন তথ্য ইডির হাতে। একটি ক্লাব থেকে নাকি টাকার লেনদেন করতেন সৌভিক।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে মানিক ভট্টাচার্যের ছেলের জামিনের আর্জি সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি ছিল। তাতে ইডি-র আইনজীবী দাবি করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সরাসরি যোগ রয়েছে সৌভিকের। যদিও ইডির নথি থেকে পাওয়া তথ্যে আপত্তি জানিয়ে আদালতে হলফনামা দেওয়ার আর্জি জানান সৌভিকের আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য, সরাসরি সৌভিকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। ক্লাব বা শিক্ষা ক্ষেত্রে হঠাৎ নতুন তথ্য আনছে ইডি। এর আগে তাঁর মাকেও তথ্য প্রমাণের অভাবে জামিন দিয়েছে আদালত। সেই কারণে তাঁকেও জামিন দেওয়া হোক।

সৌভিকের আইনজীবী ইডি-র বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি হলফনামা জমা দেওয়ার আর্জি জানান। শুক্রবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সৌভিকের আইনজীবীর সেই আর্জি মঞ্জুর করেন। সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মানিকের ছেলেকে নিয়ে একাধিক বিস্ফোরক দাবি করেছেন ইডি আধিকারিকরা। ইডি-র বক্তব্য, একাধিকবার বিদেশে যান সৌভিক। ২০১৭ সালে মে ও জুলাই মাসে লন্ডনে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইডি-র কাছে জেরায় সে তথ্য গোপন করে যান তিনি। পরে তা প্রকাশ্যে আসে। এবিষয়ে অভিবাসন দপ্তরের কাছ থেকেই তথ্য যাচাইয়ের চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। কেন তিনি এতবার বিদেশ গিয়েছেন, সেটাই মূলত জানতে চান ইডি আধিকারিকরা।

ইডি- আরও দাবি করেছিল, আবাসিক ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন সৌভিক। যদিও সৌভিক বারবার দাবি করেছেন, তিনি পড়াশোনার জন্যই লন্ডনে গিয়েছিলেন। ভিসার আবেদন করেছিলেন। লন্ডনে পড়াশোনার জন্য গেলেও, সেখানে তাঁর কোনও বাড়ি নেই। তিনি হস্টেলে থাকতেন বলেই দাবি করেছেন।

চাঁদনিচকের এলআইসি বিল্ডিংয়ে আগুন, ঘটনাস্থলে ৪ ইঞ্জিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, চাঁদনিচক: শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে চাঁদনি চকের এলআইসি বিল্ডিংয়ে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, আচমকাই কালো ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এসি থেকেই আগুন লেগেছে। এদিকে ওই বহুতলের গুদামে ছিল বৈদ্যুতিন তার। দাহ্য পদার্থ হওয়ায় আগুন কিছুটা হলেও ভয়াবহ রূপ নেয়। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন।

এদিকে ওই এলাকায় রয়েছে আরও বিভিন্ন অফিস। সঙ্গে রয়েছে নানা ধরনের খাবারের দোকানও। সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল বলেই প্রথমেই আগুন অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করেন দমকলকর্মীরা। দমকল কর্মীরা জানান, প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। ওই বহুতলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে।

'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে'র ফাইল ডাউনলোডের ঘটনায় ফের প্রশ্ন কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে'র কর্পোরেট অফিসে ফাইল ডাউনলোডের ঘটনায় ইডি-র রিপোর্ট নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলল কলকাতা পুলিশ। সিএফএসএল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির রিপোর্টের পরেও ইডি-র জবাব নিয়ে সন্তুষ্ট নয় কলকাতা পুলিশ। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে ডাউনলোড করা বিতর্কিত ১৬টি ফাইল নিয়ে ইডি-র বক্তব্য ছিল, ইডি আধিকারিক আসলে তাঁর মেয়ের জন্য কলকাতায় হস্টেলের খোঁজ করছিলেন। সেই মর্মে সিএফএসএল কলকাতা হাইকোর্টে তাদের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টও জমা করে। কিন্তু লালবাজারের বক্তব্য, রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সবক'টি এক্সেল ফাইলই বয়েজ হস্টেলের। আর এখানেই লালবাজারের কলকাতা পুলিশ আধিকারিকদের প্রশ্ন, একজন অফিসার মেয়ের জন্য বয়েজ হস্টেলের ফাইল নামালেন কেন তা নিয়েই। আর তা হাইকোর্টে পেশ করা রিপোর্টে জানানোও হল লালবাজারের তরফ থেকে। কলকাতা পুলিশের আরও দাবি, এই বিষয়ে তারা ইডি আধিকারিকদের কাছে জানতে চান। কিন্তু কেন্দ্রীয় এজেন্সির তরফে বিষয়টি স্পষ্ট করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি বলে কলকাতা পুলিশ রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। এছাড়াও কলকাতা পুলিশের দাবি, ইডি অর্থমন্ত্রকের তরফে জারি করা এসওপি মানেনি।

প্রসঙ্গত, বুধবারই কলকাতা হাইকোর্টে বিতর্কিত ১৬টি ফাইলে ঠিক কী রয়েছে, তার হার্ড কপি সিল বন্ধ খামে জমা করে সিএফএসএল। তাতে সিএফএসএল দাবি করে, ১৬টি ফাইলেই রয়েছে কলকাতার সমস্ত হস্টেলের তালিকা। প্রাথমিকভাবে ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিপোর্ট জমা করেছিল কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি টিম। তাতেও এই বিষয়টিই উল্লেখ করা ছিল।

তখনই কলকাতা পুলিশের তরফে আরও একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়, যে হস্টেলগুলির তালিকা রয়েছে ফাইলে, সবকটাই বয়েজ হস্টেল। লালবাজারের প্রশ্ন, মেয়ের জন্য বয়েজ হস্টেল কেন খোঁজ করবেন ইডি আধিকারিক। যদিও এরই মধ্যে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য। সেদিন লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে সেই রাতে ইডি আধিকারিকদের যে দল তল্লাশি চালিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক আধিকারিক গুয়াহাটির অফিসে যোগ দেন। তা নিয়েও জল্পনা ছড়ায়। যদিও ইডি দাবি করেন, ওই ঘটনার সঙ্গে অফিসারের গুয়াহাটি যোগ দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। ২ বছর আগেই ওই অফিসারের গুয়াহাটি বদলি হয়েছিল। আবার সেখানে পাঠানো হয়েছে তাঁকে।

রাজ্যকে ৫০ লাখ জরিমানা ক্ষুব্ধ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋণদান সমিতিতে যে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে, সেই মামলায় ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এই মামলায় আগেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। তবে সেই নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি-র তরফে মামলার নথি হস্তান্তর করা হয়নি সিবিআই-কে। উলটে সিআইডি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানোয় শুক্রবার ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা গেল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে।

শুক্রবার এই মামলার রাজ্যকে ৫০ লাখ টাকার জরিমানা করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। দু'সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্টার জেনারেলের কাছে এই টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি শুনে আদালত কক্ষে কার্যত

ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এরপরই সিআইডির আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, 'গরিবেরে খোয়া যাওয়া টাকা নিয়ে আপনারা ছেলেখেলা করছেন? কারা এই টাকা নিয়েছে এতদিনেও সিআইডি তা জানে না? কিন্তু আমি জানি।'

এরপরই আদালত সিআইডিকে নির্দেশ দেয়, তিনদিনের মধ্যে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে হস্তান্তর করার। এরপরই তদন্ত শুরু করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পাশাপাশি অপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডিকেও তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। হাইকোর্ট জানিয়েছে, এই নির্দেশ যদি কার্যকর না করা হয়, তবে স্বরাষ্টসচিবকে তলব করা হবে। প্রসঙ্গত, আলিপুরদুয়ারে এক সমবায় গোষ্ঠীতে প্রায় ৫০ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। এই মামলায় জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চে শুনানি হয়েছিল। ২৪ অগস্ট আর্থিক দুর্নীতিতে একযোগে সিবিআই এবং ইডিকে তদন্তে নামার নির্দেশ দেন বিচারপতি। কিন্তু এতদিনেও সেই নথি কার্যকর হয়নি। এমনকী সিআইডির বিরুদ্ধে নথি হস্তান্তর না করার অভিযোগও উঠেছে। সেই মামলায় আদালতের এই রায় তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন আইনজীবী মহলের একাংশ। অন্যদিকে অপর একটি মামলায় এদিন রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারিকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে আদালত এও জানিয়েছে, তিনমাসের মধ্যেই হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশ কার্যকর করেননি পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি। তাঁর ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'যিনি তিনমাসের মধ্যেও আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে পারলেন না তাঁকে সরিয়ে দেওয়া উচিত অথবা তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কোনও পদক্ষেপ করা উচিত।' বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ডেপুটি সেক্রেটারিকে নিজের পকেট থেকে জরিমানার টাকা দিতে হবে।

রানিনগর মামলায় নির্বাচনের দিন রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানানোর নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদের রানিনগর পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতির বোর্ড গঠন নিয়ে ছড়িয়েছিল উত্তেজনা। শাসকদলের বিরুদ্ধে বোর্ড গঠনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস। এরপর এই ঘটনাতেই আদালতের দ্বারস্থ হয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের আর্জি শুনে রানিনগরে বোর্ড গঠনে আগেই স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেয় আদালত। এই মামলারই শুনানি ছিল শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। আর শুনানিতে কবে রানিনগরের স্থায়ী সমিতির নির্বাচন করা সম্ভব, এদিন তা রাজ্যের কাছে জানতে চাইল আদালত। এই সময় জানানোর জন্য ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যকে সময়ও বেঁধে দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, ১১ সেপ্টেম্বর রানিনগর পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির বোর্ড গঠন হওয়ার কথা ছিল। শুক্রবার সওয়াল জবাবের পর বোর্ড গঠনের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আদালত স্থগিতাদেশ জারি করা জানিয়ে দেয় আগামী ২০ সেপ্টেম্বর অবধি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা যাবে না। আদালতের এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবে উচ্ছ্বসিত হয় কংগ্রেস শিবির। বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী আদালতের নির্দেশের পর বলেন, 'বিচার ব্যবস্থাকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। তৃণমূলের মানুষের মতামতকে কোনও গুরুত্ব দেয় না। ঝালদা পুরসভা দখলের পর রানিনগরের পঞ্চায়েত সমিতি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ২৭টি আসন রয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রানিনগরের ১৩টি আসনে জয়ী হয় তৃণমূল। বাকি ১৪টি আসনে বাম কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হয়। কিন্তু বোর্ড গঠনের দু'দিন আগে বিরোধী শিবির থেকে জয়ী ২ সদস্যকে জোর করে তৃণমূলে যোগদান করার অভিযোগ তোলা হয় কংগ্রেসের তরফে। এমনকী অন্যদেরও ভয় দেখানোর অভিযোগ ওঠে।

বোর্ড গঠনের আগেই রানিনগরে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। কংগ্রেস নেতার সভার পরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে রানিনগর থানায় চড়াও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। থানায় ভাঙচুর ও রাস্তায় অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ওঠে। সভাপতি সহ মোট ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এই ঘটনায়। থানায় অশান্তির ঘটনার পর প্রকাশ্যে ক্ষমা চান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হয় কংগ্রেস।

দেবীর আগমন শুভ ইঙ্গিতবাহী নয় বঙ্গবাসীর জন্য, বলছে পঞ্জিকা

শুভাশিস বিশ্বাস

ঘরের মেয়ে দুর্গা আসছেন আর মাস খানেক পরই। তবে প্রথা অনুসারে রথের দড়িতে টান মারার কাঠামো বাঁধার সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে মা দুর্গার ঘরে পা রাখার কাউন্টডাউন। এদিকে দেবীর আগমন ঘিরে শহর থেকে শহরতলিতে নানা মণ্ডপেও চলছে বাঁশ বাঁধার কাজ। পুজোর এই চারটে দিন ভারত সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিটি বাঙালিই চান ঘরে ফিরতে। কারণ, বাংলার পুজোর মেজাজটাই যে আলাদা। কিন্তু এই বছর কিসে দেবী দুর্গার আগমন বা গমন এই প্রশ্নটা কিন্তু বাঙালির ঘরে-ঘরে।

পঞ্জিকা অনুসারে, ২০২৩ সালে দেবী দুর্গার আগমন ঘোটকে অর্থাৎ ঘোড়ায়। যার ফল খুব একটা শুভ বার্তা দেয় না। পঞ্জিকা মতে, দেবীর আগমন ঘোটকে হওয়ার অর্থ 'ছত্রভঙ্গ' এর ইঙ্গিত। ফলে দেবীর আগমন কালে ধ্বংস ও অস্থিরতার বার্তা রয়েছে। একইরকম ভাবে দেবীর গমনও হবে ঘোটকে। অর্থাৎ যাওয়ার সময়েও এক ছত্রভঙ্গ পরিস্থিতির ইঙ্গিত-ই ঘোষণা করছেন শাস্ত্রবিদরা।

এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস অনেকেরই হয়তো অজানা। দেবী আগমনের বা গমনের ক্ষেত্রে ৪ ধরনের বাহনের উল্লেখ আছে। শাস্ত্র অনুসারে বলা হয়, সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা গজ বা হাতি অথবা ঘোটক বা ঘোড়া কিংবা নৌকো অথবা দোলা এই চার প্রকার যানেই আগমন এবং গমন করেন। দেবী দুর্গার আগমন আর গমন যে বাহনে নির্ধারিত হয়, তার উপরেই নির্ভর করবে বাঙালির সারা বছর কেমন যাবে। যেমন, গজ অর্থাৎ হস্তী বা হাতি সমৃদ্ধির প্রতীক। ফল 'গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।' অর্থাৎ, দেবীর গজে আগমন বা গমন হলে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ হয়ে উঠবে, যা শুভ ফল নির্দেশ করে। উল্টোদিকে ঘোটক অর্থাৎ ঘোড়া ধ্বংস বা ছন্নছাড়ার প্রতীক। ফল, 'ছত্রভঙ্গ স্তুরঙ্গমে।' অর্থাৎ, দেবীর ঘোটকে আগমন বা গমন হলে, চারিদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, যা ধ্বংসাত্মক এবং অশুভ ফল নির্দেশ করে।

নৌকো সমৃদ্ধির প্রতীক। ফল,

'নৌকায়াং শস্যবৃদ্ধি জলবৃদ্ধিশ্চ'। অর্থাৎ, দেবীর নৌকোয় আগমন বা গমন হলে, পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত বেশি হবে, নদীনালা জলপূর্ণ হবে এবং শস্যপূর্ণ হয়ে উঠবে, যা শুভ ফল নির্দেশ করে।

তেমনই দোলা অর্থাৎ পালকি ধ্বংসের প্রতীক। ফল 'দোলায়াং মড়কং ভবেৎ।' অর্থাৎ, দেবীর দোলায় আগমন বা গমন হলে, পৃথিবীতে মহামারি দেখা দেবে, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে।

এদিকে দেবীর এই আগমন এবং গমন নির্ভর করে, সপ্তাহের সাতটি দিন অনুসারে। সপ্তমী ও দশমী যদি রবিবার বা সোমবার পড়ে তাহলে দেবীর গজে আগমন ও গজে গমন। সপ্তমী ও দশমী যদি মঙ্গলবার বা শনিবার পড়ে তাহলে দেবীর ঘোটকে আগমন ও ঘোটকে গমন। সপ্তমী ও দশমী যদি বুধবার পড়ে তাহলে দেবীর নৌকোয় আগমন ও নৌকোয় গমন। সপ্তমী ও দশমী যদি বৃহস্পতি বা শুক্রবার পড়ে তাহলে দেবীর দোলায় আগমন ও দোলায় গমন। অর্থাৎ, দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন কোন বারে পড়েছে তা নির্ধারণ করেন দেবী কোন বাহনে আসছেন। এদিকে চলতি বছর দুর্গাপুজোর সপ্তমী পড়েছে শনিবার। এদিকে ফেরার দিনও মঙ্গলবার। ফলে শাস্ত্রমতে, দুর্গা আসছেন ঘোড়ায়। বিদায়ও নেবেন সেই ঘোড়াতেই। এক কথায় 'ছত্রভঙ্গম'। অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে এমনই ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে পঞ্জিকায়। সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিকস্তরে ধ্বংস ও অস্থিরতা বিরাজ করার ইঙ্গিত। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, দেবীর আগমন ও গমন এবার খুব একটা শুভ ফলদায়ক হবে না বঙ্গের জন্য।

মঙ্গলাহাট অগ্নিকাণ্ডে ফরেনসিক ল্যাবের রিপোর্টে ধোঁয়াশা, জবাব চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওড়া মঙ্গলাহাটে আগুন লাগার কারণ কি তা নিয়ে ফরেনসিক ল্যাবরেটরি যে রিপোর্ট এসেছে তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। একাধিক জায়গায় একাধিক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। স্টেট ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিকে রিপোর্ট হলফনামা আকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের।

হাওড়ার মঙ্গলাহাটের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট রাজ্য ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির। আগুন লাগার কারণ হিসেবে এসএফএসএল রিপোর্টে এক জায়গায় এও উল্লেখ করা হয়েছে, আগুন এতটাই তীব্র ছিল তাতে মিটার বক্সও পুড়ে গিয়েছে। ফলে আগুন কীভাবে লাগল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। আবার সেই রিপোর্টে অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে যে শট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানি চলছে। হাওড়া মঙ্গলাহাটের অগ্নিকাণ্ডের এই রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। রিপোর্টের দুই জায়গায় দু'রকম তথ্য কেন প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। কোন বক্তব্য ঠিক, তা জানতে চাওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত এসএফএসএসল-কে ওই রিপোর্ট হলফনামার আকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

প্রসঙ্গত, হাওড়া মঙ্গলাহাট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গত ৬ অগস্ট হাটের মালিক বলে পরিচিত শান্তিরঞ্জন দে'কে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায়, বসুন্ধরা টাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার চেয়ারম্যান এই শান্তিরঞ্জন দে। সিআইডি তাকে গ্রেপ্তার করে। এই মালিকের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ এনেছিলেন হাওড়া মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ীরা।

২০ জুলাই রাতের দিকে হাওড়ার এই বিখ্যাত হাটে আগুন ধরে যায়। পুড়ে ছাই হয়ে যায় হাটের ছোট বড় একাধিক কাপড়ের দোকান। পুজোর মুখে এই ঘটনায় দিশাহারা হয়ে পড়েন কাপড়ের ব্যবসায়ীরা। এরপর ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান থেকে ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়া মঙ্গলাহাটের জায়গায় নতুন বাজার কমপ্লেক্স করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি। তার আগে পুরনো হাটের কিছু জায়গায় ব্যবস্থা করে সপ্তাহ খানেক বাদেই ব্যবসা শুরু করেন হাটের বিক্রেতারা। তবে আগুন লাগল কীভাবে, নাকি আগুন লাগানো হয়েছে এই প্রশ্নও ওঠে।

সম্পাদকীয়

‘ভালো মানুষ’ নয় এখন ‘সফল মানুষ’ হতে হবে

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যদি চার পাশে তাকাই, উপরের প্রশ্নটির উত্তরে ‘না’ বলা কার্যত অসম্ভব। সমাজমাধ্যমের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। আজ যা করছি, যা দেখছি, যা খাচ্ছি; সমস্ত কিছুর ছবি তুলে, ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে কিংবা লাইভ স্ট্রিমিং-এর মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে ‘শেয়ার’ করে দিচ্ছি সমাজমাধ্যমের সৌজন্যে। একই সঙ্গে, পরিচিত-স্বল্প পরিচিত-অপরিচিতদের উপরে গোপনে নজরদারি করে চলেছি নিরন্তর, তুলনা করে চলেছি তাদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের। নিজের জীবনের সমস্ত কিছু পৃথিবীর কাছে বেআব্রু করে দেওয়া এবং অন্যদের উপর অষ্টপ্রহর নজরদারি করে যাওয়া;আজ এগুলির মধ্যে অস্বাভাবিকতার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলে এক দিকে যেমন আমরা হয়ে উঠছি সাইবার অপরাধীদের সহজ টার্গেট, অন্য দিকে সমানে অন্যের বেঁচে থাকার সঙ্গে নিজের বেঁচে থাকাকে তুলনা করে চলেছি বলে অজানতেই কবলে পড়ে যাচ্ছি নানা জটিল মানসিক ব্যারামের। জনসমক্ষে অভব্য আচরণ করা, কুৎসিত মন্তব্য করা অনুচিত, অন্যায়; এত কাল তা-ই জেনে এসেছি। অথচ, আজ ‘ট্রোলিং’ অতি স্বাভাবিক হয়েছে। সামাজিক শিষ্টাচার ও সহবত; যার পাঠ পেয়ে থাকি একেবারে শৈশবের গোড়ায়; তার ধার ধারি না আর আজ। জনসমক্ষে অভব্য আচরণের মতো অস্বাভাবিকে প্রবণতার স্বাভাবিকীকরণের ফলে সমাজে কমে আসছে আলোচনা ও তর্কের পরিসর। তৈরি হচ্ছে অদ্ভুত এক হিংসার বাতাবরণ যেখানে বিরুদ্ধ মতের কোনও স্থান নেই। অস্বাভাবিক যা, তার স্বাভাবিকীকরণের ফলে সমাজের ক্ষতি হচ্ছে, সেটা তো স্পষ্ট। স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক হিসাবে গণ্য করার ফলে যে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার প্রমাণ কোথায়? সফল মাত্রই ভাল নয় আর অসফল মাত্রই খারাপ নয়; এটাই স্বাভাবিক বলে জেনে এসেছি চিরকাল। শোলে বাণিজ্যিক ভাবে সফল কিন্তু উচ্চ মানের ছবি নয় আর কাঞ্চনজঙ্ঘা বাণিজ্যিক ভাবে অসফল হলেও ছবি হিসাবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট; এটা মেনে নিতে কোনও দিন অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আজ আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যা সফল তা-ই ভাল, যা অসফল তা-ই খারাপ। এর ফলে এক লক্ষ ভোটের মার্জিনে জেতা অথচ চরম দুর্নীতিগ্রস্ত বিধায়ককে নিয়ে আমরা মাতামাতি করি। অন্য দিকে, বাংলা টেলিভিশনের অত্যন্ত উঁচু দরের অভিনেতাকে অভিনেতা বলেই মনে করি না, যত দিন না তিনি বলিউডের কোনও ছবিতে মুখ দেখাচ্ছেন। তাই সাফল্য পাওয়াটাই আজ আমাদের জীবনের মোক্ষ হয়ে উঠেছে। ‘ভাল মানুষ’ হয়ে ওঠা অথবা উৎকর্ষের সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন রাখাটা নয়

জন্মদিন

আজকের দিন

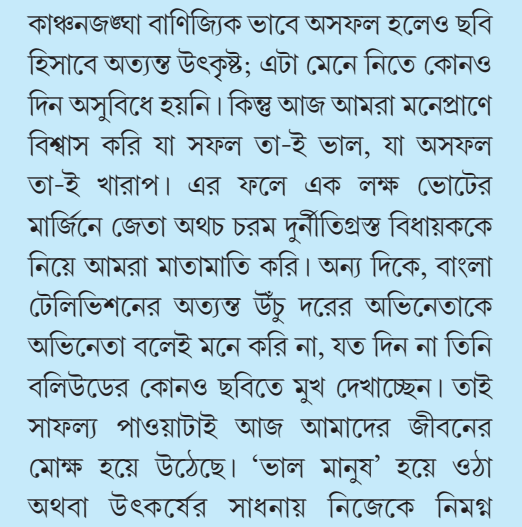

পি এস চিদাম্বরম

১৯১৪ *ভারতের প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী দেবীলালের জন্মদিন।*
১৯১৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এম এস শুভলক্ষ্মীর জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পি এস চিদাম্বরমের জন্মদিন।*

দেশের নাম ইন্ডিয়া বদলে শুধুই কি ভারত

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

ইন্ডিয়া না ভারত এই প্রশ্নে গোটা দেশ উত্তাল। এতদিন ছিল না। এখন হলো। কেনো হলো? আপনারা সকলেই জানেন। তবুও বিষয়টা আরেকবার রিভাইজ করি। কিছুদিন আগে সারা দেশে একটা মহাজোট গঠন হয়েছিল। সদ্য সেই মহাজোটের নামকরণ করা হয় ইন্ডিয়া। ইংলিশ এ বানানটি হয় I.N.D.I.A. এবার যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন প্রতিটি অক্ষরের পর ফুলস্টপ আছে। মানে সবগুলি ফুলস্টপ উঠে গেলে হবে INDIA। মানে ইন্ডিয়া। মানে ভারত। যেটা আমাদের দেশের নাম। বিরোধীদল গুলি খুব ভেবেচিন্তে এই নাম রেখেছেন। মানে দেশের ছোঁয়া থাকলেও দেশের নাম পুরো কপি করা হলো না। মানে, রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হলো।

আর এখানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর মাথাব্যাথা বাড়লো। তিনিও কিছুটা এই ইন্ডিয়া নামের পরিবর্তে বিকল্প নাম খুঁজতে লাগলেন। একটা ট্রায়াল দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি জি-২০ নৈশ্যভোজে রাষ্ট্রপতিকে ইনভাইট করলেন, ‘ দ্য প্রেসিডেন্ট অব ভারত ‘ নামে। এটি রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে পাঠানো একটি আমন্ত্রণপত্র। মানে সরকারি। এতদিন লেখা হতো, ‘দ্য প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া ‘ নামক আমন্ত্রণপত্র। সুতরাং মোদিজী জেনেবুঝেই এই বিতর্ক উস্কে দিলেন। আবার ‘আসিয়ান-ইন্ডিয়া’ বৈঠক সংক্রান্ত একটি সরকারি নথিতেও ‘প্রাইম মিনিস্টার অব ভারত’ লেখা হলো।

এখন এই পরিবর্তনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন টানেন কংগ্রেসের মণীশ তিওয়ারির তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত আইনজীবী ও সাংসদেরা। কল্যানবাবুর বক্তব্য সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে ‘ইন্ডিয়া’। আর মজার বিষয় হলো তা নির্বাচন করিয়েছে ‘ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়া।’ তবে তার পরিবর্তন করার কারন কি? আবার মণীশ বাবুর বক্তব্য, সংবিধানের ৫২ নম্বর অনুচ্ছেদ লেখা আছে,প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া। প্রেসিডেন্ট অব ভারত নয়। আবার কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ একটি ছবি পোস্ট করে দেখান যে ইন্দোনেশিয়ায় নরেন্দ্র মোদীর সফর উপলক্ষে লেখা, ‘আসিয়ান-ইন্ডিয়া সামিট।’ অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নথিতে মোদিকে ‘প্রাইম মিনিস্টার অব ভারত’ লেখা হয়েছে। এ হয় কি করে? তাহলে কি তিনি নিজেই নাম বিতর্কে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছেন!

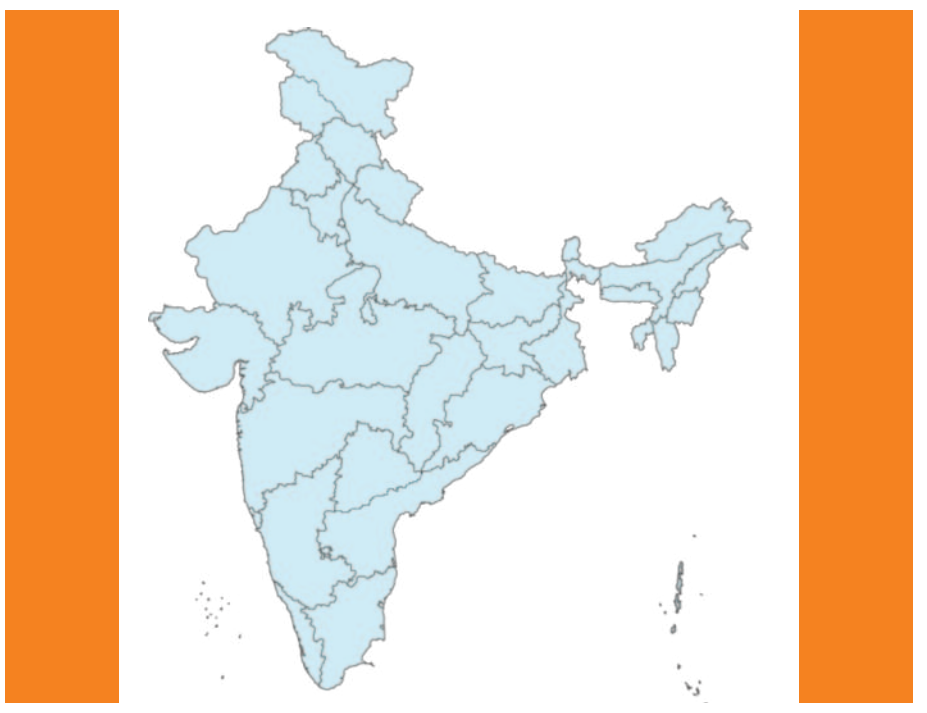

এই পরিবর্তনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন টানেন কংগ্রেসের মণীশ তিওয়ারির তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত আইনজীবী ও সাংসদেরা। কল্যানবাবুর বক্তব্য সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে ‘ইন্ডিয়া’। আর মজার বিষয় হলো তা নির্বাচন করিয়েছে ‘ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়া।’ তবে তার পরিবর্তন করার কারন কি? আবার মণীশ বাবুর বক্তব্য, সংবিধানের ৫২ নম্বর অনুচ্ছেদ লেখা আছে,প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া। প্রেসিডেন্ট অব ভারত নয়। আবার কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ একটি ছবি পোস্ট করে দেখান যে ইন্দোনেশিয়ায় নরেন্দ্র মোদীর সফর উপলক্ষে লেখা, ‘আসিয়ান-ইন্ডিয়া সামিট।’ অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নথিতে মোদিকে ‘প্রাইম মিনিস্টার অব ভারত’ লেখা হয়েছে। এ হয় কি করে? তাহলে কি তিনি নিজেই নাম বিতর্কে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছেন!

এরপর যদি বলতে হয় তবে বলবো রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়া, মোদির গর্বের কর্মসূচির নাম, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’, ‘ইন্ডিয়া ফাস্ট’, ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ ইত্যাদি কর্মসূচির কি হবে? সুতরাং প্রশ্নটা তো রয়েই যায়। সুতরাং এটা একটা হঠকারী ভাবনা নয় কি! এ প্রসঙ্গে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বক্তব্য রাখেন — যদি বিরোধী মহাজোট এবার ইন্ডিয়া নামের পরিবর্তে ‘ভারত’ রাখে তাহলে মোদিজী কি করবেন ? নাম পরিবর্তন করে তার দলেরই নাম রাখবেন না তো! কিন্তু তা তো হয় না। এটা ১৪০ কোটি মানুষের দেশ। হাজারো আবেগ কাজ এখানে। এত সহজে তা পরিবর্তন করা যায় না। আবার দেশের সীমান্তে যারা লড়ছেন তারা তো ইন্ডিয়া, ভারত থেকে ‘হিন্দুস্থান’ বলতে বেশি ভালোবাসেন। তবে তার কি হবে? আমাদের দেশে মহম্মদ ইকবালের লেখা একটি বিখ্যাত সঙ্গীত আছে, ‘সারে জাঁহা আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা ....’ তবে তার কি হবে?’ তবে কি ‘হিন্দুস্থান’ এর বদলে ‘ভারত’ বসবে?

যদিও ‘হিন্দুস্থান’ শব্দ নিয়ে সংবিধানে কোনো উল্লেখ নেই। বরং যা উল্লেখ আছে তার কথা বলি। ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ সালে সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ‘ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত, শ্যাল বি এ ইউনিয়ন অব স্টেটস’। তবে তো শুধু ‘ভারত’ লেখা যায় না। আবার বাদও দেওয়া সমীচীন নয়। তবে উপায় কি। উপায় একটাই তা হলো সংবিধান সংশোধনের। আর এর জন্যে প্রয়োজন সর্বদল বৈঠক। এ প্রশ্ন আমাদের অনেকদিনের। কেনো একটা দেশের নাম একাধিক হবে। আমরা ভুল করে ছোটবেলায় কেউ কেউ ভারত এর ট্রান্সলেট ইন্ডিয়া ভেবে বসেছিলাম। কিন্তু পরে জানলাম নাউন বা নামবাচক বিশেষ্য এর ট্রান্সলেট বা পরিবর্তন হয় না। আমাদের কোনো পূর্ববাংলা না থাকলেও আমরা পশ্চিমবাংলা কে শুধু ‘বাংলা’ করে উঠতে হিমসিম খাচ্ছি। এখনও তা বুদ্ধিজীবী দরবারে। এমনকি ‘পশ্চিমবাংলা দিবস’ নির্ধারণ করতে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়েছে। তবে? মোদি আর দিদির এই তো ফারাক। আর পশ্চিমবাংলার রাজধানী ‘ক্যালকাটা’ কে ‘কলকাতা’ করতে কত সময় লেগেছে তা তো আমরা জানি। অথচ এক্ষেত্রে এগুলি তো কোনোটাই সংবিধান লিখিত নয়। সুতরাং দায়িত্ব- বিতর্ক কমেও কত দায়িত্ব।

অনেকে যেমন অমিতাভ বচ্চন থেকে বীরেন্দ্র সহবাগের মত তারকারা দেশের নাম ‘ভারত’-এ সমর্থন করেছেন। খুব ভালো প্রস্তাব। এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। দেশের গৌরব যেখানে জাতীয়তাবোধ এ গড়ে ওঠে, আবেগে সায় দেয়, মর্যাদাবোধ বেশি ওজন ও আয়তনে ব্যাপ্তি পায় সেই নাম রাখাই তো ভালো। আমিও এক দেশ এক নাম এর পক্ষে। সেক্ষেত্রে ‘ভারত’ অনেক সুন্দর শব্দ। ‘ইন্ডিয়া’ শব্দের মধ্যে যেনো একটা ‘সাহেবিয়ান’ ব্যাপার রয়েছে। আমরা অনেক আগে থেকেই, ‘মেরা ভারত মহান’ বলে থাকি। তবে তো আমরা বহু আগেই ‘ভারত’ বলতে শিখে গেছি। তাহলে হঠাৎ করে বা অল্প ভাবনায় এভাবে একটা দেশের নাম ঠিক করা যায় নাকি? পারলে ভাববেন, অন্যকেও ভাবাবেন।

লাদাখে ফুটবল ভাবনার দূরদর্শিতা

শুভজিৎ বসাক

‘লা সো লাদাখ’ কথাটির অর্থ হ্রদ ও গিরিবর্তের দেশ। সমগ্র ভারতের মধ্যে লাদাখ সবথেকে বৈচিত্রময়। এখানে আট হাজার আটশো ফুটের নীচে কোনও জায়গা নেই। সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি, মরুভূমি, অসংখ্য হ্রদ এবং কিংবদন্তিসম প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার জনক সিন্ধু নদ। হিমালয়ের বৃষ্টিচ্ছায় ঢালে অবস্থিত বলে লাদাখ বৃষ্টিহীন শুকনো। কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলের উত্তরে কুনলুন পর্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণে হিমালয় দ্বারা বেষ্টিত, ১৯৪৭ সাল থেকে এই অঞ্চলটি ভারত, পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যে বিরোধের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পূর্বে তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, দক্ষিণে হিমাচলপ্রদেশ রাজ্য, ভারতীয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমে পাকিস্তান-শাসিত গিলগিত-বালতিস্তান এবং জিনজিয়াংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটি সীমাবদ্ধ সুদূর উত্তরে কারাকোরাম পাস। এখানের জনসংখ্যাও প্রায় সাড়ে তিন লক্ষাধিক। আবার জনবসতিহীন আকসাই চিন সমভূমি নিয়ে গঠিত পূর্ব প্রান্ত, ভারত সরকার লাদাখের অংশ হিসেবে দাবি করেছে এবং ১৯৬৩ থেকে চীনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আর লাদাখ নিয়ে চীনের সাথে রাজনৈতিক বিরোধ কম নেই।

রাজনৈতিক বিরোধিতার সাথে কিছু বিষয় নিয়ে ইতিবাচকভাবে ভাববার রয়েছে। লাদাখের মত প্রত্যন্ত জনশূন্যহীন অঞ্চলগুলো নিয়েই ভারতের সাথে চীনের বিবাদ এবং অনেকাংশে সেখানকার বাসিন্দারা বৈদেশিক উস্কানিমূলক প্ররোচনায় পা দিয়েও ফেলে তাতে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়। এদের মূল জীবনস্রোতে মিশিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাই একমাত্র এসব অশান্তি থেকে মুক্তির রাস্তা হবে। সেটাই প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাগরিকদের মূল চাহিদা। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে আধুনিকীকরণের ছোঁয়া পৌঁছে দিতে হবে। সেখানে চাই পর্যাপ্ত স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাজার, সরকারী অফিস, ব্যাঙ্কিং সুবিধা, কর্মসংস্থানের জোয়ার, অত্যাধুনিক বিনোদনমূলক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আর তাতেই এখানে প্রশাসনিক নজরদারী ও টহলদারি দুইই বৃদ্ধি পাবে। তারজন্য বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে এই স্রোতের অংশীদারী করে তুলতে হবে। বহির্বিশ্বের সাথে তাদের মেলবন্ধন ঘটাতে উদ্যোগ নিতে হবে।

সম্ভবত সেই উদ্যোগকেই মাথায় রেখে লাদাখের মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এগিয়ে এসেছে। প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে দুর্গম লাদাখে ফুটবল পৌঁছে দিতে অভিনব পরিকল্পনা করেছেন। বলাইবাহুল্য, ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট হয়ে আসার পরে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ফুটবলকে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এভাবে সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির সাথে যোগাযোগের মাধ্যম স্থাপন করতে চাইছেন যা সাধুবাদযোগ্য। খেলাধুলা উন্মুক্ত মানসিকতার বিস্তার করে এবং তাতে উর্বরতা প্রদান করে। শারীরিক সক্ষমতা প্রদানেও তার বিকল্প নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা সহজসাধ্য নয়। সেখানের নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুঠামভাবে গড়ে তুলতে ও তাদের মধ্যে আশ্বাসনের বার্তা পৌঁছে দিতে গেলে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত জনসংযোগ। বর্তমানে বিশ্ব ফুটবলের চাহিদা ও উন্মাদনা তুঙ্গে। ভারতেও সেই ছোঁয়া ব্রাত্য নয়। ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই ফুটবলপ্রেমীদের অভাব নেই আর তাকেই সহজাত কেন্দ্র করে জনসংযোগের পরিকল্পনা নব্য প্রজন্ম ও সেখানকার নাগরিকদের মধ্যে উৎসাহ জোগাবে। প্রশাসনের প্রতি আস্থা দৃঢ় করবে।

তবে এগারো হাজার ফুট উঁচুতে ফুটবলকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটা মোটেই সহজ নয়। মূলত, মহিলা ফুটবলার তুলে আনার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। এখানে প্রতিভার অভাব নেই। বিশেষ করে এখানকার মেয়েরা ফুটবলে দারুণ আগ্রহী। উচ্চতার জন্য এখানে শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা সমস্যা হয়। কিন্তু এখানকার ছেলে-মেয়েরা এই সবকিছুতেই অভ্যস্ত। ফেডারেশনের লক্ষ্য, অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের নিয়ে কাজ শুরু করার এবং এখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুভব করে আস্তে আস্তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোচেরাও আসতে শুরু করবেন। কয়েক বছরের মধ্যেই লাদাখ থেকে ফুটবলারও তুলে আনার পরিকল্পনা রয়েছে ফেডারেশনের। সম্প্রতি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১,০০০ ফুট উচ্চতায় ১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত ‘ক্লাইমেট কাপ’-এর ফাইনালে তিব্বতের জাতীয় পুরুষ ফুটবল দল বনাম দিল্লি এফসির ম্যাচ দেখার জন্য পাহাড়ের মাঝে সবুজ স্টেডিয়ামে উপচে পড়া ভিড় ছিল। সেই ৬-০ গোলে পরাজিত হয় তিব্বতের জাতীয় পুরুষ ফুটবল দল এবং লেহ-ইউটি লাদাখের উদ্বোধনী ক্লাইমেট কাপটি বর্ণময়তার সাথে সমাপ্ত হয়। তবে ফেডারেশনের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে লাদাখ এবার নিজেদের ফুটবলার নিয়েই গর্ব করতে পারবে। অতীতে পাহাড়ী অঞ্চল থেকেই উঠে আসা ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া, মেহেরাজুদ্দিন ওয়াডু, সুনীল ছেত্রি, নির্মল প্রধান প্রমুখদের শারীরিক সক্ষমতার দৌলতে ভারতীয় ফুটবলে অবদান অনস্বীকার্য আর সেইকথা মাথায় রেখেই এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিভাদের আগামী দিনের সম্পদ হিসাবে তুলে আনা আবশ্যক।

পরিশেষে বলতেই হয়, বিশ্বের ছাদ হিসেবে পরিচিত লাদাখ। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে সেখানে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য ও প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃতি মিলে মিশে রয়েছে। পর্যটকদের স্বর্গভূমি লাদাখ, মানুষকে আকর্ষণ করে মূলত তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, গ্রাম্য সরলতা এবং আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণের কারণে। রাজনীতি তার জায়গায় থাকুক, সাধারণ মানুষ কুটিলতা থেকে সরে সুস্থ জীবন চায় সেখানে রাজনীতি জোর করে আসা পুরোই অপ্রাসঙ্গিক। ভারতের প্রত্যন্ত অংশগুলিতে যাতে বৈদেশিক প্ররোচনা বৃদ্ধি না পায় সেইজন্য ভারতীয় ফুটবলের এই ভাবনা সুন্দর ও ভারতীয় বৈচিত্র্যকে তুলে আনতেও তারা সফল হলে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মেধাশ্রী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে দুয়ারে সরকারে ভিড় আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যে ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হয়েছে। বিশ্বজুড়ে যা সমাদৃত। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের জন্য আছে ঐক্যশ্রী, শিক্ষাশ্রী, স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের মতো প্রকল্পের সুবিধা। এবার অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য মেধাশ্রী প্রকল্প চালু হয়েছে। ক্যাম্পগুলোতে পড়ুয়াদের অভিভাবকরা এবার ভিড় জমাচ্ছেন। এই প্রকল্প অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়াদের স্কুলছুটের সংখ্যা কমবে। আশাবাদী হুগলির আরামবাগের শিক্ষকমহল। রাজ্য সরকার ওবিসি সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের সুবিধার্থে এই প্রকল্প চালু করেছে। মেধাশ্রী স্কলারশিপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগের অন্তর্গত একটি প্রকল্প। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ওবিসি সম্প্রদায়ের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে উৎসাহিত করা। আর্থিক সাহায্য স্কুল ছাড়ার প্রবণতা কমাবে। মেধাশ্রী স্কলারশিপে আবেদন করার জন্য পড়ুয়াকে ওবিসি সম্প্রদায় ও রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হয়। সরকারি অনুদান এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কুলের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারা এই প্রকল্পের সুবিধা পায়। যেসব পড়ুয়ার পরিবারের বার্ষিক আয় আড়াই লাখ টাকার কম তারাই আবেদন করতে পারে। পড়ুয়ারা যদি অন্য কোনও সরকারি বা

বেসরকারি স্কলারশিপ পায়, তাহলে সে মেধাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পায় না। বর্তমানে, শুধুমাত্র দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মধ্যেই মেধাশ্রী স্কলারশিপে আবেদন করা যাচ্ছে। আরামবাগে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে পড়ুয়াদের অভিভাবকরা এবার ভিড় জমাচ্ছেন। করোনা সময়কালে আরামবাগের অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়াদে স্কুল ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। যা নিয়ে একাধিক স্কুলের তরফে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। আর্থিকভাবে দুর্বল এইসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের সেই সময় অনলাইন পড়াশোনায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। যা স্কুলছুটের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। মহকুমা অনগ্রসর শ্রেণি দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, ফর্ম ফিলাপের সঙ্গে মার্কশিট, আধার কার্ড, বর্তমান ক্লাসের প্রমাণপত্র, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ওবিসি সার্টিফিকেট, পরিবারের বার্ষিক আয়ের প্রমাণপত্র, ঠিকানার সকল তথ্যসহ রঙিন পাসপোর্ট ছবি আবেদনের সময় জমা দিতে হবে। পড়ুয়াদের অভিভাবকদের ভালো করে বিষয়টি বোঝানোর জন্য স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তথ্যের ভুলে পুড়ুয়ারা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে যাতে বঞ্চিত না হয়। মহকুমা অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক অর্ণব চৌধুরী হাজরা বলেন, দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে এখনও পর্যন্ত আরামবাগে কয়েক হাজার জন মেধাশ্রী প্রকল্পে আবেদন করেছে। ভুল তথ্য জমা দেওয়ার সমস্যা রোধ করতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে যারা দায়িত্বে আছেন তাদের যত্ন সহকারে বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছে। অভিভাবক সঞ্জয় দলুই বলেন, মেধাশ্রী প্রকল্পের ফর্ম জমা দেওয়ার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা অফিসারদের খুব সহযোগিতা পেয়েছি। উনারাই ভুলগুলি সংশোধন করে দিয়েছেন। গোঘাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তরুন কোঙার বলেন, ওবিসি সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের ফর্ম ফিলাপ যাতে ঠিকমতো হয় সেটি আমরা ভালো করে দেখছি। এই স্কুলে ওবিসি সম্প্রদায়ের বহু পড়ুয়া পড়াশোনা করে। সকলেই যাতে এই স্কলারশিপের সুবিধা পায় সেটির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে এবারের দুয়ারে সরকারে মেধাশ্রী প্রকল্প বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি অভিযোগে সরব অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাসখানেক আগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বদল হয়েছে। আর এরপরই দেখা যায়, কোনও এক জাদুবলে প্রায় ৩ কোটি ২৪ লাখ টাকার বিল পাশ হয়ে যায়। আর এই নিয়েই দুর্নীতি ও বেনিয়মের অভিযোগে সরব হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের একাংশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগার থেকে কয়েক কোটি টাকা লুঠের অভিযোগ করছেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পরীক্ষার ফি'র ৩ কোটি ২৪ লাখ টাকা কোষাগার থেকে উধাও হয়েছে বলে অভিযোগ। কিন্তু কোথায় গেল এই টাকা? সেই নিয়ে খোঁজখবর করতেই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি বেসরকারি সংস্থার চুক্তি হয়েছিল। ওই বেসরকারি সংস্থার মূলত দায়িত্ব ছিল পড়ুয়াদের

রেজাল্ট, মার্কশিট ও অ্যাডমিট কার্ডের মতো বেশ কিছু বিষয়। মোটা টাকার চুক্তি হয়েছিল ওই বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ওই সংস্থা চুক্তিমাফিক কাজ করছিল না বলে অভিযোগ ওঠে। সেই কারণে অনেকদিন ধরেই বিল আটকে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার বিল পাশ করতে অস্বীকার করেছে বলে দাবি।

আরও দাবি, আচার্য তথা রাজ্যপাল বিল পেমেন্ট করার অনুমতি দিয়েছেন, এই কথা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক ডাকা হয়। ইসি সদস্যদের ইমেল করে বৈঠক ডাকেন রেজিস্ট্রার। সেই বৈঠকেই ওই বেসরকারি সংস্থার ৩ কোটি ২৪ লাখ টাকার বিল পাশ হওয়ার অনুমোদন মেলে বলে খবর। অথচ, বৈঠকের পরই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের একটি ইমেল প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে বলা হচ্ছে, বিলের অনুমোদন নিয়ে আচার্যের ছাড়পত্র সংক্রান্ত কোনও নথি হাতে নেই। তা হলে কী ভাবে টাকা দেওয়া হল? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেই। এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক অনির্বান রায় চৌধুরীর দাবি, শুধুমাত্র সাড়ে তিন কোটি টাকা নয়, প্রায় একুশ কোটি টাকার নয়ছয় হয়েছে তাই ঘুগুর বাসা ভাঙতে সরাসরি অভিযোগ করেন প্রাক্তন উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, ও ফিনান্স অফিসারের বিরুদ্ধে।

লোকশিল্পী সম্মেলন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারুইপুর: ধামসা মাদলের বোলে শুরু হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা লোকশিল্পী সম্মেলন। শুক্রবার বারুইপুর মহকুমার রাজপুর-সোনারপুরের জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পকে আরও একবার লোকশিল্পীদের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে, লোকসংস্কৃতি ও

আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এই সম্মেলন শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন ৪০০ জন বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পী-সহ সরকারি আধিকারিক ও প্রশাসনের কর্তারা।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও-১, হাওড়া, গ্যাঞ্জেস গার্ডেন, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২

পাবলিক নোটিশ

যোগ্য এম.বি.বি.এস. বা সমতুল ডাক্তারদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে চুক্তির ভিত্তিতে আমাদের এসবিআই ডিসপেনসারি, উলুবেরিয়া শাখায় স্টাফ এবং তাদের পরিবারের সদস্য/পেনশনভোগী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তের অধীনে নিয়োগের নিমিত্ত :-

১. উপস্থিতির মেয়াদ	সপ্তাহে ১০ ঘন্টা (সমস্ত কাজের দিন ২ ঘন্টা করে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত)
২. সম্মান দক্ষিণা	৮০০ টাকা প্রতি ঘন্টা উপস্থিতির জন্য
৩. রাহা খরচ	সর্বোচ্চ ২৪০০ টাকা প্রতি মাসে যথাযথ রাহা খরচ ভুখতানের জন্য
৪. চুক্তির অবসান	পরিষেবা চুক্তি এক বছরের জন্য যা এক মাসের নোটিশ দিয়ে উভয় পক্ষই বাতিল করতে পারে

৫. ডিসপেনসারিতে কোনও কম্পাউন্ডার দেওয়া হবে না।

আগ্রহী প্রার্থীদের তাদের আবেদনপত্র অন্যান্য নথির সাথে যেমন যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার প্রমাণ সহ চিফ ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, উলুবেড়িয়া শাখার কাছে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে বিষয় উল্লেখ করে একটি সিল করা খামে ৩০.০৯.২০২৩ এর মধ্যে এসবিআই উলুবেরিয়া শাখায় পৌঁছতে হবে।

তারিখ : ১৬.০৯.২০২৩
স্থান : হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ঠিকাদারের সঙ্গে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের বিমান সফরের ছবি ভাইরাল! বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সামাজিক মাধ্যমে এক ব্যক্তির সঙ্গে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের বিমানে চড়ে সফরের ছবি ভাইরাল হয়েছে। ওই ব্যক্তি ঠিকাদার বলে দাবি। এই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তীব্র আক্রমণ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষকে। ছবি ভাইরাল হতে আসরে নেমেছে বিজেপি। পালটা যুক্তি তৃণমূলের। বাঁকুড়ার জয়পুরের এই ঘটনা ঘিরে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। যদিও ছবির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ঠিকাদারের সঙ্গে বিমানে সফর পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের ছবি। সামাজিক মাধ্যমে একটি পেজ থেকে পোস্ট করা হয়েছে জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাকির আলি খানের ছবি। সেই ছবিতে রয়েছে আর একজন, যাকে ঠিকাদার বলে দাবি করা হয়েছে। দু'জনের একসঙ্গে বিমানে চড়ার ছবি পোস্ট করে ঠিকাদারের সঙ্গে দেশ ভ্রমণে ব্যস্ত পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বলে দাবি করা হয়েছে।

পোস্টে বলা হয়েছে, তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত এই ধরনের নেতাদের পদে বসিয়ে টাকা তোলার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। এইসব কিছু দল নজর রাখছে সময় হলেই বুঝিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল। পোস্টের শেষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ দাবি করা হয়েছে। ঠিকাদারের সঙ্গে জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্তকর্মাধ্যক্ষের বিমানে চড়ে সফরের ছবি ভাইরাল হতেই সমালোচনার মুখে জাকির খান।

ছবি পোস্টের কথা জানেন না। চিকিৎসার জন্য বাইরে এসেছেন টেলিফোনে এমন দাবি করেছেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাকির আলি খান। ছবি সামনে আসতেই আসরে নেমেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, জোর করে পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে লুঠপাট শুরু করেছে। সেই লুঠের টাকায় এরা বিমানেই তো চড়বে বলে কটাক্ষ বিজেপির।

এই বিষয়ে জয়পুর ব্লক তৃণমূল সভাপতির দাবি, তিনি চিকিৎসা করাতে বাইরে গিয়েছেন। বিমানে করে গিয়েছেন, তাতে অন্যায়ের কী আছে। ফেক পেজ বানিয়ে বিজেপির দালালরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এই বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

আধার কার্ড ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতির অভিযোগ, টাকা খোয়ালেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আধার কার্ডকে হাতিয়ার করেই হ্যাক হয়ে যাচ্ছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। অজান্তেই তুলে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার টাকা। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে লাগাতার আসছে এই ধরনের অভিযোগের খবর। এবার দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়ে আরামবাগের এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর প্রায় এক লক্ষ টাকা খোয়া গেল বলে অভিযোগ। অভিযোগ, একবার বা দু'বার নয়, গত একমাস ধরে ৯ দফায় ১০ হাজার টাকা করে ওই ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে মোট ৯০ হাজার টাকা। তাতেই আতঙ্কে তাঁর গোটা পরিবার।

আরামবাগের সালেপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকপাট গ্রামে বাড়ি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী পারিজাত পরামানিকের। স্থানীয় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে পেনশনের অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁর। হ্যাকারদের কবলে পড়ে সেই অ্যাকাউন্টসাফ হয়ে গিয়েছে বলে দাবি। পারিজাতবাবুর দাবি, প্রতিমাসের ১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে তিনি ব্যাংকে পেনশনের টাকা তুলতে যান। সেই টাকাতেই চলে সংসার। বুধবারও সেই কাজে গিয়েছিলেন ব্যাংকে। কিন্তু, ব্যাংকের স্টেটমেন্ট দেখতেই চোখ কপালে উঠে যায় তাঁর। দেখেন অগস্ট মাসে ৪ দফায় ও সেপ্টেম্বর মাসে ৫ দফায় প্রতিবার ১০ হাজার টাকা করে তুলে নেওয়া হয়েছে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে। তা দেখেই চোখ কপালে উঠে যায় তাঁর। উত্তর দিতে পারেননি ব্যাংক কর্মীরাও।

তাঁর দাবি, আধার কার্ড ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতি করেই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে টাকা। ইতিমধ্যেই তিনি ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। আরামবাগ থানার মাধ্যমে সাইবার পুলিশের কাছেও জানিয়েছেন অভিযোগ। কিন্তু, আদৌও আর টাকা ফেরত পাবেন কিনা, এখন তা ভেবেই চিন্তায় দিন কাটছে তাঁর।

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক | pnb | punjab national bank
CIRCLE SASTRA : HOOGHLY
23A, Rai M. C. Lahiri Bahadur Street
P.O. - Serampore, Hooghly (W.B.), Pin - 712 201

বিক্রয় নোটিশ প্রত্যাহার

সংশ্লিষ্ট ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ যা এই সংবাদপত্রে ৩০.০৮.২০২৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল ২০.০৯.২০২৩ তারিখে সম্পাদনের জন্য, সম্পত্তি - **মেসার্স এন. টি. অটোমোবাইল (ক্রম নং ১০) মশাট শাখার অধীনে- বিশেষ কারণে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।**
ই-নিলামের পরবর্তী তারিখ যথা সময়ে জানানো হবে।

তারিখ : ১৬.০৯.২০২৩ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান: শ্রীরামপুর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং আইএনসি-২৫এ
পাবলিক কোম্পানি থেকে প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
দীপজ্যোতি হোল্ডিংস লি., (CIN : U67120WB1992PLC057243) রেজিস্টার্ড অফিস বিএল-৩, ৪র্থ তল, ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা - ৭০০০১৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে কোম্পানি ২৮.০৮.২০২৩ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তনের নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৪ ধারা এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত কোম্পানির অবস্থানের/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে বিরোধিতার কারণ এবং স্বার্থের ধরন হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ.জে.সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন। একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

দীপজ্যোতি হোল্ডিংস লি.'এর পক্ষে
মনীশ কুমার বাগারিয়া
ডিরেক্টর

তারিখ : ১৫.০৯.২০২৩ **ডিন : ০২৯৬০০৭৪**
স্থান : কলকাতা **ঠিকানা :** বিএল-৩, ৪র্থ তল, ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা - ৭০০০১৫

দলিল হারিয়েছে

মূল স্বত্ব হস্তান্তর দলিল তারিখ ২৮.১২.১৯৫১ অনুযায়ী সম্পত্তি জমির পরিমাণ আনুমানিক **৫ ডেসিমেল** কমবেশি, অবস্থিত মৌজা-চানক, জেএল নং-০৪, আরএস নং -৩৯, তৌজি নং -২৯৯৮, আরএস দাগ নং -৬০৮৩, আরএস খতিয়ান নং ৯৪০, থানা-টিটাগড়, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা সম্পাদিত দিলীপ কুমার ঘোষ এবং পারুল রানি ঘোষের মধ্যে। উক্ত দলিল যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এস আর বারাকপুরে এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং -৭৬, পৃষ্ঠা ৯৪ থেকে ৯৭, দলিল নং **৬০০০-১৯৫১**, হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেনারেল ডায়েরি **জি.ডি.ই. নং. ১৩৭৭** ১৭.০৯.২০১৮ তারিখে টিটাগড় থানায় আমার মক্কেল কমলেশ ঘোষ দাখিল করেছেন। উক্ত দলিল ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক দেওয়া হয়নি। আমার মক্কেল আরও অবগত করতে আগ্রহী যে উক্ত দলিল অধীনে সম্পত্তি বন্ধক রেখে এসবিআই ইছাপুর (কোড ০১৭৯৭) ঋণ সুবিধা পেতে আগ্রহী। যদি কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে পারেন, ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

রীতু হেলা
অ্যাডভোকেট
বারাকপুর কোর্ট
মোবাইল নং : ৯৭৪৮৮৫৬৮০৪

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক | pnb | punjab national bank
পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল Sastra সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০২.০৬.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সুদেষ্ণা বৈদ্য, স্বত্বাধিকারী মেসার্স সাই এন্টারপ্রাইজ,** ২৩, কায়স্থপাড়া, থার্ড লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৭৮ এবং **নির্মাল্য দাস (মেসার্স সাই এন্টারপ্রাইজ-এর জামিনদাতা প্রয়াত দীপ্তি দাস-এর আইনি উত্তরাধিকারী)** ১৮/৩এ, কুমুদ ঘোষাল রোড, আড়িয়াদহ, থানা - বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৫৭, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭৮,২৩,৭৬৭.৭৭ টাকা (আটাত্তর লাখ তেইশ হাজার সাতশো সাতষট্টি টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) টাকা** পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত অধ্যাদেশ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেনে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, গড়িয়াহাট (ই-ইউবিআই)** শাখার নিকট বকেয়া **৭৮,২৩,৭৬৭.৭৭ টাকা (আটাত্তর লাখ তেইশ হাজার সাতশো সাতষট্টি টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) টাকা ৩১.০৫.২০২৩** অনুযায়ী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রায়ত দখলি স্বত্ব শালি জমি পরিমাণ ১(এক) কাঠা ১১৪ (এগারো) ছটাক এবং ২৭ (সাতাশ) বর্গ ফুট, আরএস দাগ নং ৫৯৪৪, আরএস খতিয়ান নং ১৭৮৬, মৌজা - আড়িয়াদহ-কামারহাটি, জেএল নং ১, আরএস নং ১২, তৌজি নং ১৭৩, পরগনা -কলিকাতা, কামারহাটি পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ১৩, হোল্ডিং নং ১৪৭, অবস্থিত ১৮/৩এ, কুমুদ ঘোষাল রোড, আড়িয়াদহ, থানা - বেলঘড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৫৭, নিম্নোক্ত মতে **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ৫৯৪৪ এর অংশ, পূর্বে : ১৪ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : ২৬ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : দীপক কুমার বিশ্বাস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক : প্রয়াত দীপ্তি দাস।**

তারিখ : ১১.০৯.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান : কলকাতা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

দেউলটি স্টেশন শরৎচন্দ্রের নামে করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক আবেগের নাম। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর শাখার দেউলটি স্টেশন থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে সামতাবেড়েতে দীর্ঘ বারো বছর নিজের তৈরি বাড়িতে কাটিয়েছিলেন এই কথা শিল্পী। যাতায়াতের পথে স্বাভাবিক ভাবেই দেউলটি স্টেশন ব্যবহার করতেন। এই স্টেশনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি যাওয়ার জন্য পথ নির্দেশিকার ফলক যেমন লাগানো রয়েছে, তেমনই রয়েছে তাঁর আবক্ষ মূর্তিও। এখন দাবি উঠছে, স্টেশনটিকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে করার জন্য।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির মাটি তুলে নিয়ে গিয়েছেন দিল্লিতে। সূচনা করেছেন 'আমার মাটি আমার দেশ' নামে বিজেপির ঘোষিত কর্মসূচির।এই কর্মসূচিতে ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসেছে স্মৃতি ইরানের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন রেল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি যাওয়ার ডেস্টিনেশন হিসাবে দেউলটি স্টেশনটিকে যাতে তাঁর নামে করে, সেই দাবি বিভিন্ন মহল থেকে উঠতে শুরু করেছে।

শুক্রবার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনের দিন বিশিষ্টজনের সংগঠন স্বজনের পক্ষ থেকে দেউলটি স্টেশন মাস্টারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্টেশন ম্যানেজারের পক্ষ থেকে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এখন দেখার বাঙালির আবেগকে সম্মান জানিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে দেউলটি স্টেশন হয় কিনা।

দু'টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অটোমেটিক টাকা ওঠার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক ব্যক্তির দু'টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অটোমেটিক ১০ হাজার করে দু'বার টাকা উঠে যাওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল বর্ধমানের কুরমুন এলাকায়। বিষয়টি দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি ব্যাংকে গিয়ে খবর দেওয়ার পরেই ব্যাকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে দাবি। অ্যাকাউন্টের মালিক বর্ধমানের ভান্ডারডিহি এলাকার বাসিন্দা সীমন্ত ঘোষের দাবি, কুরমুন এলাকায় একটি স্টেট ব্যাংকে ও একটি ইউনিউন ব্যাংকের ব্রাঞ্চে তাঁর অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তিনি শুক্রবার লক্ষ করেন, দু'টি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকেই মেসেজ আসে তাঁর মোবাইলে। ১০ হাজার টাকা করে তাঁর দু'টি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। দেখতে পেয়েই তিনি দু'টি ব্যাংকে গিয়ে বিষয়টি জানতেই ব্যাংকের পক্ষ থেকে তাঁর অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করে রাখা হয়। এরপরেই তিনি পুলিশের কাছে এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান এবং বর্ধমান থানার সাইবার বিভাগে তিনি একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ছবি মেলায় প্রশংসিত রোহিনীর ভূমিকন্যা তুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সাঁকরাইল ব্লকের রোহিনীর তুলি দাস প্রশংসিত হলেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ছবি মেলায়। ছোটোবেলা থেকেই ছবি আঁকায় ঝোঁক ছিল তুলির, সেটা বুঝতে পেরে বাবা উত্তম দাস ছবি আঁকা শেখাতে শিক্ষক অলোক দাসের ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি করেন। তুলির আঁকার প্রতিভা বুঝেছিলেন অলোক বাবুও। নানা জায়গায় প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে, পুরস্কার জিতেছে তুলি। বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি আধিকারিকরাও তার প্রতিভার প্রশংসা করেছেন।

সম্প্রতি অল বেঙ্গল সোসাইটি ও বিজয়-৭১ এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ছবিমেলায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশ কিছু প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী আমন্ত্রিত হন।

এই আন্তর্জাতিক ছবি মেলাতে তুলিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। মেলায় বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয় তুলিকে। তুলির আঁকা ছবি দেখে প্রশংসা করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিত্র শিল্পীরা। পাশাপাশি নেপালে যাওয়ারও সুযোগ হয় তার। তুলির এই সাফল্যে খুশির হাওয়া সাঁকরাইল জুড়ে। নানান সময়ে তুলির আঁকা ছবি খবরের শিরোনামেও উঠে এসেছে। তুলি ভবিষ্যতে আরো বড় জায়গায় এগিয়ে যেতে চায়। বাবা উত্তম দাস গোপীবল্লভপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের এলটি ভ্যানে কন্ট্রাকচুয়াল স্কিল ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক ছবি মেলা থেকে তুলি সম্মানিত হওয়ার পর কুলটিকরী আর্থ কেয়ার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে এসে বেশ কিছু গাছ লাগান ও ওখানকার সবুজের পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই খাতা পেন তুলে দেন। আর্থ কেয়ারের পক্ষ থেকে তুলির এই সাফল্যকে বাহবা দেন প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক কবি ও সাহিত্যিক প্রদীপ কুমার মাইতি, পরিবেশপ্রেমী প্রাক্তন শিক্ষক গৌর সাধন দাস চক্রবর্তী, কবি ও সমাজসেবী তপন দে, শিক্ষক সুমন মণ্ডল, বিষ্ণু মুরমু সহ ছাত্র-ছাত্রীরা।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**অ্যাকাউন্ট :** অভিজিৎ বাগুই এবং জবা বাগুই **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী অভিজিৎ বাগুই পিতা শ্রী অজিত বাগুই, গ্রাম-মাধবপুর পালপাড়া পো-মণিরামপুর থানা-চণ্ডীতলা জেলা-হুগলি, পব-৭১২৩০৪। **শ্রীমতি জবা বাগুই,** পিতা শ্রী অভিজিৎ বাগুই, গ্রাম-মাধবপুর পালপাড়া, পো-মণিরামপুর থানা-চণ্ডীতলা, জেলা-হুগলি, পব-৭১২৩০৪। শাখা : বারুইপাড়া-১	১৫.০৬.২০২৩ এবং ১৪.০৯.২০২৩	**১৩৩৭৫২৫ টাকা** (তেরো লাখ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশো পঁচিশ টাকা) টাকা ১৫.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১৬.০৬.২০২৩তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৭ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা-মাধবপুর, জেএল নং ৭৪, হাল এলআর খতিয়ান নং ৪৬৪/১, সাবেক দাগ নং ১২৩৬, হাল দাগ নং ১৩১৭, বাকশা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- চণ্ডীতলা,জেলা- হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৬৩৫১-২০১১, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১৬০৫ থেকে ১৬১৪, এডিএসআর জনাই অনুযায়ী অভিজিৎ বাগুইয়ের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সৃষ্টি ধর বাগুই এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** অজিত বাগুই এর সম্পত্তি, **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** পূর্ণ ঘোষের সম্পত্তি সমন্বিত।
২.	**অ্যাকাউন্ট :** হারাধন ভান্ডারি এবং হরিপদ ভান্ডারি **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী হারাধন ভান্ডারি পিতা নিমাই চন্দ্র ভান্ডারি, গ্রাম এবং পো- বারুইপাড়া, পূর্বপাড়া, পলতাগড়, থানা-সিঙ্গুর, জেলা- হুগলি, পব, ৭১২৩০৬, **শ্রী হরিপদ ভান্ডারি এবং বন্ধকদাতা,** পিতা নিমাই চন্দ্র ভান্ডারি, গ্রাম এবং পো- বারুইপাড়া, পূর্বপাড়া, পলতাগড়, থানা-সিঙ্গুর, জেলা- হুগলি, পব, ৭১২৩০৬, **শাখা :** বারুইপাড়া-১	১৫.০৬.২০২৩ এবং ১৪.০৯.২০২৩	**৩৪৮১৭০ টাকা** (তিন লাখ আটচল্লিশ হাজার একশো সত্তর টাকা) টাকা ১৫.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১৬.০৬.২০২৩তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ১ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা - বারুইপুর, জেএল নং ৮৫, দাগ নং ২৩৫৫ (অংশ), আরএস দাগ নং ৯৭৪, তৌজি নং ৪৩৩, কাপাশারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা - চণ্ডীতলা, জেলা- হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৫৪৩৮-১৯৯০ সালের তারিখ ১৬.১২.১৯৯০,বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬৮, পৃষ্ঠা ৪৪৯ থেকে ৪৫২, ডিএসআর -সিঙ্গুর অনুযায়ী শ্রী হরিপদ ভান্ডারির নামে। সম্পত্তির **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ২৩৫৫ (অংশ) ফাঁকা জমি, **দক্ষিণে :** হরিপদ ভান্ডারির সম্পত্তি, **পূর্বে :** দাগ নং ২৩৫৫ (অংশ) ফাঁকা জমি, **পশ্চিমে :** দাগ নং ২৩৫৫ (অংশ) ফাঁকা জমি সমন্বিত।

তারিখ : ১৬.০৯.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা ব্রাঞ্চ (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in
পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 33826211476

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শিবরামপুর ব্রাঞ্চ, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ এর ৫৪ অধীন সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে ০২.০৬.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী গৌতম গোলদার ফ্ল্যাট নং ডি-৩, ৫ম তল, মানিক রায় মেমোমিরয়াল প্লাজা পরিমাপ ৭৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর পশ্চিম দিকে (জি-৪) তলা ভবনের সাধারণ অধিকারের অবিভক্ত শেয়ার, মৌজা - রামনগর, জেএল নং - ২৬, আরএস দাগ নং ৫৪, ৫৫ এবং ৫৬ অংশ, আরএস খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ২২২, এলআর খতিয়ান নং ১৪৮, ২০২ এবং ৩৬৩, এলআর তৌজি নং ২৯, থানা - মহেশতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ২৩, মহেশতলা পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং এফ৪-২১৭/২, গঙ্গারামপুর রোড, পিন - ৭০০১৪১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,১৬,০৪৫.০০ টাকা (সাত লাখ ষোলো হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা) টাকা ০২.০৬.২০২৩ অনুযায়ী** এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা উল্লিখিত পরিমাণের সঙ্গে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তির হারে পরবর্তী সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শিবরামপুর ব্রাঞ্চ নিকট বকেয়া **৭,১৬,০৪৫.০০ টাকা (সাত লাখ ষোলো হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা) টাকা** সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দাখিলকৃত স্বত্ব দলিল অনুযায়ী বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ:-
ফ্ল্যাট নং -ডি-৩, ৫মতল, মালিক রায় মেমোরিয়াল প্লাজা পরিমাণ ৭৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ এরিয়া উত্তর পশ্চিমে (জি-৪) তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তি এবং সাধারণের সুবিধা ও পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা - রামনগর, জেএল নং ২৬, আরএস দাগ নং ৫৪, ৫৫, এবং ৫৬ , আরএস খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ২২২, এলআর খতিয়ান নং ১৪৮, ২০২ এবং ৩৬৩, এলআর তৌজি নং ২৯, থানা -মহেশতলা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং-২৩ মহেশতলা পুরসভার অধীন হোল্ডিং নং এফ৪-২১৭/২, গঙ্গারামপুর রোড, পিন- ৭০০১৪১,
মালিক : শ্রী গৌতম গোলদার,
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : গঙ্গারামপুর রোড, **দক্ষিণে :** দাগ নং ৫৩ জমি, **পূর্বে :** শিবু মন্ডলের জমি এবং দাগ নং ৫৬ এবং ৫৭ জমি, **পশ্চিমে :** আশুতোষ রায় এবং শ্রী বৃন্দাবন মন্ডলের জমি এবং দাগ নং ৫৬ জমি সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৪.০৯.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিএসএফের গুলিতে পাচারকারীর মৃত্যু, দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিএসএফের গুলিতেএক পাচারকারীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার নোনাগঞ্জ বর্ডার এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তি বর্ডারের ফেনসিনের তার কাটছিলেন, বিএসএফের নজরে আসতেই প্রতিরোধ করে, তখন তাঁরা বিএসএফের ওপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। পালটা বিএসএফ গুলি চালালে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ওই ব্যক্তি পাচারকারী ছিল বলে দাবি বিএসএফের। কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেইল: sbi.14817@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল: sbi.14817@sbi.co.in, মোঃ- 96744 58888

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির বিক্রি বিজ্ঞপ্তি

[রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর [রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)] বন্দোবস্ত এর সঙ্গে পঠিত অধীনে স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের ই -অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৪.১০.২০২৩ (ক্র. নং ১ থেকে ক্র. নং ৪)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৭.১০.২০২৩ (ক্র. নং ৫ থেকে ক্র. নং ৬)

সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ২৭.০৯.২০২৩, সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র. নং ১ থেকে ক্র. নং ৪)
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ১০.১০.২০২৩, সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র. নং ৫ থেকে ক্র. নং ৬)

মেসার্স এমএসটিসি লিঃ -এর সরবরাহ করা ই-অকশন ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** মাধ্যমে ডাকদাতাদের নিজস্ব ওয়ালেটের মাধ্যমে ১০% সংরক্ষিত মূল্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ট্রান্সফার/জমা করতে হবে অর্থাৎ আরটিজিএস/এনইএফটি-র মাধ্যমে প্রত্যেককে। আগ্রহী দরদাতা ই-নিলাম শেষ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তির পরে এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট নিলামদাতাকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুসারে এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে অগ্রিম বিড ইএমডির পরিমাণ আগে ভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি/ হাইপোথিকেটেড / বন্ধকীকৃত প্রতিশ্রুত/ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে চার্জ করা হয়েছে, যার **দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে - ০৪.১০.২০২৩ **(ক্র.নং. ১ থেকে ক্র.নং. ৪) এবং ১৭.১০.২০২৩** (ক্র.নং. ৫ থেকে ক্র.নং. ৬) তারিখ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং ১ **[রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]**

শ্রী মা মিনি রাইস মিলের থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া **২২.১০.২০১৪ পর্যন্ত ৩,০৮,৪৬,৭৭৬.৮৯ টাকা** পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে অংশীদার ১) শ্রী ধনঞ্জয় ঘোষ, ২) শ্রী নিমাই চরণ ঘোষ, ৩) শ্রী আনন্দ কিশোর ঘোষ, ৪) শ্রী সঞ্জয় কুমার ঘোষ, ৫) শ্রী মুরারি মোহন ঘোষ, ৬) শ্রী নন্দ কিশোর ঘোষ এবং ৭) হরিপ্রিয় ঘোষ।
রিজার্ভ মূল্য হবে :
সম্পত্তি নং- ১) ৫৯.১৫ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে **৫,৯২,০০০.০০ টাকা**
বিড বর্ধিত পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায় সহ, যদি থাকে, স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১ : ক) মৌজা- বাহারপুর, পোঃঅঃ- বেলকাশ -এ অবস্থিত ভূমি ও রাইস মিল কারখানা ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। প্লট নং - ১৮০৭, ১৮১০, ১৮১১, খাতিয়ান নং- এলআর-২৬৪, ৩৭, ২২৬, ৩৭২, জেএল নং - ২২। মোট জমি - **৮১ ডেসিমেল দলিল নং আই-৮৭/১৯৯২, আই-১১২/১৯৯২, আই-৮১০৪/১৯৮৮. শ্রী নন্দ কিশোর ঘোষ, শ্রী আনন্দ কিশোর ঘোষ, শ্রী নিমাই চরণ ঘোষ এবং শ্রী মুরারি মোহন ঘোষের নামে সম্পত্তি।**
খ) শ্রীমতী হরিপ্রিয় ঘোষের খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জনাব গোকুল চন্দ্র ঘোষ মৌজা বাহারপুর, পোঃঅঃ বেলকাশ, আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ১৮১২, খতিয়ান নং এল.আর.-৫৭৮, জে.এল. নং ২২ ভিদে দলিল নং আই-১০৪/১৯৬১, মোট জমি - ১৫ শতক।
গ) শ্রী ধনঞ্জয় ঘোষের খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, মৌজা বাহারপুর, পোঃঅঃ- বেলকাশ, জেএল নং ২২, আরএস এবং এল আর দাগ নং ১৮১৩, খতিয়ান নং এল.আর.- ৮৪১, আর.এস. - ৭৭২, দেখুন দলিল নং. আই-৪৩৭৪/২০১০, মোট জমি - ৩০ শতক।
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক্র. নং ২ **[রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]**

২৮.০৫.২০১৪ অনুযায়ী ২,৪৩,৭০,৮২৫.০২ টাকা + এর উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স সাউথ বেঙ্গল এগ্রো ফুড প্রোডাক্ট, অংশীদার-** সেখ নূর মোহাম্মদ, সামীম মুমতাজ, সুমন সামন্ত, শ্রীমতী সিবানি রানা, সেখ শামসুদ্দিন। **জামিনদারগণ-** রেমিনা ইয়াসমিন, মানোয়ার আলি -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে :
সম্পত্তি নং ১) ৬১.০৪ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ৬,১০,৪০০.০০
দর বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায় সহ, যদি থাকে, স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১ : মৌজা - পালাসন, জে.এল. নং ৭১, এর অধীনে ৮৬ ডেসিমেল পরিমাপের কারখানা সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলআর খতিয়ান নং ১৪২৭, প্লট নং ২২৬৩/৩০৮৭, ২২৭০, ২২৬৭ এবং ৫৪২২, দলিল নং আই-১৩১ সাল-২০০৭, গ্রাম- ডলোকাপরা, পোস্ট - পালাসন, জেলা - পূর্ব বর্ধমান। সম্পত্তিটি সাউথ বেঙ্গল এগ্রো প্রোডাক্টের নামে আছে।
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক্র. নং ৩ **[রুল ৬(২) এবং রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]**

২৩.০৪.২০১৫ অনুযায়ী **৩,৫০,১৩,৯১৯.০০ টাকা +** তার উপর আরও সুদ **+** অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স সিদ্ধেশ্বরী ফুড প্রোডাকশন, অংশীদার:** শ্রী শ্যামল দাস, শ্রী অমলেন্দু দাস, **জামিনদার :** শ্রীমতী সোমা দাস, শ্রী স্বরাজ সামন্ত -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে :
সম্পত্তি নং - ১) এবং ২) ৬২.২৫ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ৬.২৩ লক্ষ টাকা
সম্পত্তি নং - ৩) ১৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১.৩০ লক্ষ টাকা
দর বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়, যদি থাকে, সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১: রাইস মিলের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমির পরিমাপ ৬৫.০০ ডেসিমেল, মৌজা- শাঁকটিয়া অধীনে, জে.এল. নং- ৯০. খতিয়ান নং- ৮৬৪, ৭০০ এবং ৭০১, এল.আর. প্লট নং- ৬৪৭, শ্রেণী- রাইস মিল, সিদ্ধেশ্বরী ফুড প্রোডাক্টস এর অংশীদার শ্রী শ্যামল দাস এবং শ্রী অমলেন্দু দাসের নামে, দলিল নং- আই-৩৩৩৩ তারিখ-১৩.১২.২০০৫, সিদ্ধেশ্বরী ফুড প্রোডাক্টস (রাইস মিল) এর কাঠামো সহ, গ্রাম - শাঁকটিয়া (উত্তরপাড়া), পোস্ট- শাঁকটিয়া, থানা-রায়না, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৮, পঃবঃ তে, চতুর্দিক পরিবেষ্টিত এইভাবে- পূর্ব দিকে- বিমল কুমার গুপ্তার জমি, পশ্চিমে- অজিত কুমার সামন্তের জমি, উত্তরে- অনুপ কুমার সামন্তের জমি, দক্ষিণে- হারু মল্লিকের জমি।
সম্পত্তি নং ২ : সিদ্ধেশ্বরী ফুড প্রোডাক্টস, গ্রাম - শাঁকটিয়া (উত্তরপাড়া), পোস্ট- শাঁকটিয়া, থানা-রায়না, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৮, পঃবঃ এর ভূপৃষ্ঠে এম্বেড করা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি
সম্পত্তি নং ৩: মৌজা- রাইনগর, জেএল নং- ১১৮ এর অধীনে ১৯.০০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এল.আর. খতিয়ান নং- ১৪০০, এলআর প্লট নং- ১২০৯/২২৭৬। শ্রেণী- দোকান। দলিল নং- আই-৪৪৯৫ তারিখ- ১৬.১১.২০০৯।
শ্রী স্বরাজ সামন্ত, পিতা-সমীর সামন্ত, গ্রাম - বিশ্বেশ্বরবাটি, পোস্ট- শাঁকটিয়া, থানা-রায়না, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৮, পঃবঃ এর নামে জমিটি (বর্তমানে শ্রী শ্যামল দাসের নামে)
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক্র. নং ৪ **[রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]**

০৯.০৬.২০১৪ অনুযায়ী ২৯,৪৫,৭০৮.০০ টাকা + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা দে- এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে :
সম্পত্তি নং ১: ১৫.৩০ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১,৫৩,০০০.০০ টাকা
দর বৃদ্ধির পরিমাণ- ২০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১:
শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি ও শ্রীরামপুর থানার অধীনে ৪১/সি, কুমিরজালা রোড, শ্রীরামপুরে ঋদ্ধি সিদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের পঞ্চম তলায় ৪০২ নম্বর ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৭১৮ বর্গফুট দক্ষিণ প্যাসেজ ব্যবহার করার অধিকার সহ। সম্পত্তিটি মিসেস প্রিয়াঙ্কা দে-এর নামে আছে, ২০১৭ সালের দলিল নং ০৬০৫০২৪৬৩, বুক-আই, ভলিউম নং ০৮০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৬৫১১ থেকে ৫৬৫৪৫ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক্র. নং ৫ **[রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]**

১১.০৬.২০১৫ অনুযায়ী ৯,৭৬,২৫,০৯৫.৪৬ টাকা + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রাঃ লিঃ অংশীদারগণ :-** ১) শ্রী শ্রীকান্ত কেশ, ২) শ্রীমতী আনন্দময়ী কেশ, ৩) শ্রী সুরজিৎ জাশ, ৪) শ্রী রবীন্দ্র নাথ জাশ, ৫) শ্রী অভিজিৎ জাশ -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে :
সম্পত্তি নং ১: ৩.৬৬ কোটি টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ৩৬.৬০ লক্ষ টাকা
দর বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১:
ক) গ্রাম- মুলগ্রাম, থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩৪২৬ মৌজা- মুলগ্রামএবং সিজনা,জেএল নং ২৫, ২৬ যথাক্রমে খতিয়ান নং ২৫২২, ২১৫৫ তে অবস্থিত অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রাঃ লিঃ এর কারখানার জমি, শেড এবং বিল্ডিং, এলাকা ২.৬৫ একর, টাইটেল ডিড নং ২০০৯ সালের ৩৫৫, ৩৫৭,৪৫২ অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রাঃ লিঃ এর নামে।
খ) মৌজা সিজনা জেএল নং ২৬, প্লট নং ৭৮৪ খতিয়ান নং ৭২৮ তে জমির এলাকা ০.৬৪ একর। দলিল নং ২৫৪/২০১০ শ্রীকান্ত কেশ এর নামে।
গ) মৌজা সিজনা, জেএল নং ২৬, প্লট নং ৭৮৪, ৭৮৪/৯৭৪ খতিয়ান নং ৫৫৭, ৭২৮ তে জমির এলাকা ০.৭৮ একর। দলিল নং ২০১২ সালের ১২৬৩, ১২৬৪ ও ১২৬৬ শ্রীকান্ত কেশ এর নামে।
জমির মোট পরিমাপ ৪.০৫ একর।
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক্র. নং ৬ **[রুল ৬(২) এবং রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]**

২৭.০৯.২০২১ অনুযায়ী ৬৫,৯৮,০০০.০০ টাকা + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী-শ্রীমতী প্রীতি সাহা**- এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে:
সম্পত্তি নং ১: ১৮,১২,০০০.০০ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১,৮১,২০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ২: ১১,৩০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১,১৩,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ৩: ৯,০৬,০০০.০০ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ৯০,৬০০.০০ টাকা
বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির)
(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১:
চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে 'প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট' এর ৩য় তলায় উত্তর দিকে ৮৭৮ বর্গফুট এসবিইউএ (৭০২ বর্গফুট বিইউএ) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং 'এ' যার হোল্ডিং নং ২৭৭, ডি.সি.আর. রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, পোস্ট ও থানা-চন্দননগর, জেলা হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১৩৬, মৌজা- চন্দননগরে, জেএল নং ০১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১। জমির প্রকৃতি-বাস্তু।
সম্পত্তি নং ২:
চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে "প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট" -এর প্রথম তলায় উত্তর দিকে ৫৪১ বর্গফুট এসবিইউএ (৪৩৩ বর্গফুট বিইউএ) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং "সি" যার হোল্ডিং নং ২৭৭, ডি.সি.আর. রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, পোস্ট ও থানা-চন্দননগর, জেলা হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১৩৬, মৌজা- চন্দননগরে, জেএল নং ০১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১। জমির প্রকৃতি "বাস্তু"।
সম্পত্তি নং ৩ :
বালাজি এন্টারপ্রাইজ, গ্রাম- হোসেনবাদ, পোস্ট- মগরা, কুন্ডু পাম্পের কাছে, হুগলী, পিন- ৭১২১৪৮ - এর প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি।
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, **www.sbi.co.in**, এমএসটিসি ওয়েবসাইট **https://ibapi.in/Sale_Info_Login.aspx** এবং **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp**

তারিখ: ১৬.০৯.২০২৩
স্থান: বর্ধমান

অনুমোদিত আধিকারিক
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

স্কুলের পাশেই বারুদের স্তূপ! বিস্ফোরণ ঘটতেই স্কুলজুড়ে হুড়োহুড়ি ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাস্তার এ প্রান্তে সরকারি মডেল স্কুল তার ৫০ ফুট দূরত্বে আর এক প্রান্তে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্টেজ ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড নামে সরকারি অধীনস্থ এক বেসরকারি সংস্থার কারখানা। যে কারখানায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সরকারি হাসপাতাল এবং বেসরকারি হাসপাতাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থার বর্জ্য পদার্থ নষ্ট করা হয় বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। কিন্তু সেই কারখানায় এবার বারুদ নিষ্ক্রিয় করার ঘটনায় উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

প্রসঙ্গত, উচ্চ শব্দসৃষ্টিকারী বেআইনি বাজি ও আতশবাজি রোধে রাজ্যের বিভিন্ন থানা বাজেয়াপ্ত করেছে একাধিক অবৈধ বাজি ও আতশবাজি। আর সেই সকল বাজি ও আতশবাজি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে এই বেসরকারি সংস্থায়। কিন্তু সেই আতশবাজি নিষ্ক্রিয়র ঘটনায় ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী রইলেন সরকারি সেই মডেল স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং গ্রামের মানুষজন।

স্থানীয়দের দাবি, গত পরশুদিন অর্থাৎ বুধবার পশ্চিম বর্ধমানের হীরাপুর থানায় বাজেয়াপ্ত করা বেশ কিছু আতশবাজি নিষ্ক্রিয় করার জন্য লরিতে করে আনা হয় এই কারখানায়। নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া চলাকালীন ঘটে বিস্ফোরণ।বিস্ফোরণের তীব্র আওয়াজে গোটা স্কুলজুড়ে শুরু হয় ছাত্রছাত্রীদের হুড়োহুড়ি। ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসেন ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকারা। আরও দাবি, বিষয়টি দেখতে স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীরা ছাদের ওপরে গেলে দেখ তে পান স্কুলের পাশের কারখানা থেকে গোল গোল করে বের হচ্ছে আগুন ও কালো ধোঁয়া। গোটা আকাশ ঢাকা পড়ে কালো ধোঁয়ায়। বিকট আওয়াজ ও ধোঁয়া দেখে আতঙ্কে পড়ে যান কারখানার অদূরে থাকা গ্রামবাসীরাও।

গ্রামবাসীদের দাবি, ভয়ংকর শব্দে গ্রামের কাঁচা বাড়ির দেওয়াল কেঁপে ওঠে। ঘটনার আতঙ্কের ছাপ এখনও গোটা এলাকা জুড়ে রয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, স্কুলের অদূরে কী ভাবে গড়ে উঠতে পারে এমন একটি কারখানা। ২০১৬ সালে নির্মিত হয় শালতোড়া ব্লকের পাবয়া গ্রামে সরকারি এই মডেল স্কুল। ২০২১ সালে এই মডেল স্কুলের পাশেই নির্মিত হয় এই বেসরকারি সংস্থা। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, সরকারি স্কুলের পাশেই কারখানা নির্মাণে কী ভাবে ছাড়পত্র পেল এ সংস্থা? সংশ্লিষ্ট দপ্তর কি আদৌ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দিয়েছিলেন এই ছাড়পত্র?

তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী এমনকি গ্রামের মানুষের একটাই দাবি, এই কারখানায় অবিলম্বে বন্ধ করা হোক বাজি ও আতশবাজি নিষ্ক্রিয়ের কাজ। যদিও শালতোড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় প্রাক্তন প্রধান ও তার পরিবারকে ফাঁসানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রতুয়ায় তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় বিরোধী দলের প্ররোচনায় শাসকদলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ও তার পরিবারকে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠল। যদিও ইতিমধ্যে পুখুরিয়া থানার পুলিশ ওই তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় মেহেরুল হক নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশি জেরায় ধৃত মেহেরুল হক ওই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী সাদেক আলিকে (৫০) খুন করার কথা স্বীকার করেছে। আর এই ঘটনার পিছনে সুদের কারবার ও মহিলা সংক্রান্ত কোনও বিষয় জড়িত থাকতে পারে বলেও অনুমান পুলিশের।

এদিকে শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার ঘটনায় দলের জেলা নেতৃত্ব এবং দলীয় সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীকে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান সেরিনা বিবি তাঁদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের বিষয়টি নিয়ে একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। এই ঘটনার পিছনে কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট ষড়যন্ত্র করে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের পরিবারকে ফাঁসিয়েছে বলে অভিযোগ।

শুক্রবার দুপুরে মালদা শহরের একটি বেসরকারি লজে সাংবাদিক বৈঠক করেন রতুয়া ২ ব্লকের শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রাক্তন প্রধান সেরিনা বিবি বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই আমি শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধান পদের দায়িত্ব সামলিয়ে এসেছি। এবারে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নতুন প্রধান হয়েছে। গত বুধবার সকালে চাতর এলাকারই এক তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারকে প্ররোচিত করেছে স্থানীয় কংগ্রেস ও সিপিএম জোটের একাংশ নেতৃত্ব। ওদের ভুল বুঝানোর জন্য মৃতের পরিবার হঠাৎ করে আমাদের পরিবারের তেরো জনের বিরুদ্ধে পুখুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অথচ এই ঘটনার সঙ্গে আমরা কেউ কিছু জানতাম না। পরে অবশ্য মৃতের এক আত্মীয় তাদেরকে প্ররোচিত করার কথা স্বীকার করে।

শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা স্থানীয় অঞ্চল কমিটির তৃণমূল নেত্রী সেরিনা বিবি আরো বলেন, আমরা চাই দলের সক্রিয় কর্মীর খুনের ঘটনায় প্রকৃত তদন্ত হোক। পুলিশ জানিয়েছে এই ঘটনার পিছনে আর্থিক লেনদেন এবং পুরনো কোনো শত্রুতার ঘটনা যুক্ত রয়েছে। অথচ বিরোধীদলের একাংশ তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল লাগাতে চাইছে। সম্পূর্ণ বিষয়টি তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি পুলিশ কেউ জানিয়েছি। শ্রীপুর ২ অঞ্চলের এক তৃণমূল কর্মী আবু তালেব জানিয়েছেন, শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি দেখে বিরোধী দলের নেতৃত্বরা উস্কানিমূলকভাবে দলের মধ্যে কাজিয়া লাগাতে চাইছে। এই ঘটনার কথা আমরা পুলিশকে জানিয়েছি এবং দলের জেলা সভাপতিকেও বলেছি। যারা আমাদের নাম মিথ্যা ভাবে জড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও আদালতে দ্বারস্থ হব।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, দলীয় কর্মী খুনের ঘটনায় তদন্ত করে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে দলের মধ্যে কোথাও কোনও গোষ্ঠীকোন্দল নেই। বিরোধীদের একটা চক্রান্ত কাজ করছে বলে শুনতে পেয়েছি। দলগতভাবে বিষয়টি তদারকি করে দেখা হবে।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অপদার্থ ও চটিচাটা, কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অপদার্থ, চটি চাটা! কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিয়ানো বাজানো নিয়ে তিনি বলেন, সারা বছর গোটা বাংলাকে বাজান তিনি এখন বিদেশে গিয়ে বাজাচ্ছেন। মূলত আমার মাটি, আমার দেশ এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে গোটা দেশজুড়ে মাটি সংগ্রহ করছে বিজেপি। এদিন নদিয়ার কৃষ্ণনগর সমরপল্লি এলাকায় বিভিন্ন বাড়ি ঘুরে ঘুরে মাটি সংগ্রহ করেন বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। তার সঙ্গে জেলার প্রথম সারির নেতৃত্ব এবং প্রচুর কর্মী সমর্থকরা ছিলেন। তাদেরকে নিয়েই বাড়ির বাড়িতে যান এবং সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। এরপর সেখান থেকে চলে যান দোগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানে বিভিন্ন পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধি নিয়ে একটি বৈঠক করেন। এরপর ওই এলাকার একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন করেন। ভোজনের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, দুই রকমের মাছ, শাক-সবজি, পাপড়, মিষ্টি, দই এবং চাটনি। এরপরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, করিমপুর থেকে বনগাঁ পর্যন্ত একটি জাতীয় সড়ক হওয়ার প্রকল্প দীর্ঘদিন আগেই পাশ হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের অনীহার ফলে জমি অধিগ্রহণ করা যাচ্ছে না। সেই কারণেই কেন্দ্র সরকারের ওই প্রকল্পের টাকা পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে তিনি বলেন পলাশি যে ঐতিহ্যবাহী সুগার মিল রয়েছে সেটাও কয়েক দশক ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এখানেও কেন্দ্র সরকার একাধিক উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না। অন্যদিকে তিনি বলেন, কৃষ্ণনগরের বেলেডাঙা মোড়ে রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি ব্রিজ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে দীর্ঘক্ষণ সাধারণ মানুষ রেলগেটে আটকে থাকে। কিন্তু সেখানেও রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণের কোনও সদিচ্ছা না দেখানোয় সেই প্রকল্প মুখ

তুলে পড়ে আছে।

অন্যদিকে তিনি উপাচার্য প্রসঙ্গে বলেন, উপাচার্যরা যদি কেন্দ্রের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করেন তাহলে সমস্যা কোথায়। আসলে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী একটা অপদার্থ এবং চটি চাটা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একাধিক পঞ্চায়েতে ভোট গণনার দিন প্রশাসনের অত্যাচারে যেভাবে লুট সন্ত্রাস চলেছে তা সত্ত্বেও আমরা একাধিক পঞ্চায়েত দখল করেছি। আগামী লোকসভা ভোটে তার প্রমাণ সাধারণ মানুষ দিয়ে দেবে। প্রশাসন যদি নিয়ম অনুযায়ী না কাজ করে তাহলে কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে কিভাবে তাদের সঠিক ভাবে কাজ করতে হয় সেটা দেখিয়ে দেবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশে গিয়ে পিয়ানো বাজানো নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি।

দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দু'জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: একজনের বাইকের পিছনে বসেছিলেন বন্ধু, একজনের স্ত্রী। হুগলির বৈঁচিতে জিটি রোডের কাছে বাইক দু'টি মুখোমুখি হতেই সংঘর্ষে প্রাণ গেল দুই যুবকের। বৃহস্পতিবার রাত ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বৈঁচি জিটি রোডে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বন্ধু প্রদীপ স্বর্ণকারকে নিয়ে শেখ হায়দার নামে এক যুবক পাণ্ডুয়া থেকে বৈঁচি ফিরছিলেন। অন্যদিকে সাহানিপাড়া থেকে জিটি রোডে উঠছিলেন দেবব্রত শর্মা। বাইকের পিছনে ছিলেন তাঁর স্ত্রী অর্পিতা শর্মা। জিটি রোডে উঠতেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দু'টি বাইকের। গুরুতরভাবে জখ ম হন চারজনেই। এলাকার বাসিন্দারাই তাঁদের উদ্ধার করে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। যদিও শেখ হায়দার (৩০) ও দেবব্রত শর্মাকে (২৬) চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে প্রদীপ স্বর্ণকার ও অর্পিতা শর্মাকে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মিড ডে মিলের খাবারের গুণগতমান পরীক্ষা করতে স্কুলে স্কুলে স্বয়ং জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সম্প্রতিকালে মিড ডে মিল নিয়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ঘটেছে বেশ কয়েকটি স্কুলে। ফলে, নড়েচড়ে বসল রাজ্য প্রশাসন কোথাও খাবারে পোকা কেনো কোথাও অনুন্নত খাবার এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক অভিভাবকরা।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের মাটিয়া হাইস্কুলে মিড ডে মিল রান্না চলাকালীন হঠাৎই হানা, জেলা প্রশাসনের। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সঙ্গে কথা বললেন পাশাপাশি খাবারের মান যাচাই করে নিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাশাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী, ছিলেন বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের বিডিও জয়দীপ চক্রবর্তী সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন আচমকা স্কুলের মধ্যে ঢুকে পড়েন জেলা শাসক রান্নার জায়গা পাশাপাশি খ াবারের গুণগতমান মান সরকারি নির্দেশিকা মেনে নির্ধারিত খাবার দিচ্ছে কিনা। এই দিন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেন জেলা শাসক। ইদানিংকালে মিড ডে মিল খাবার মান নিয়ে রাজ্যের বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে ও হাইস্কুলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরা। এমনকী প্রতিবাদ বিক্ষোভ রাস্তা অবরোধ দেখা গিয়েছিল। একাংশ শিক্ষক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলেছিল। এবারে জেলা প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে, তাই হঠাৎ ভিজিট প্রশাসনিক কর্তাদের।

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.
GIC HOUSING FINANCE LTD.
রেজি. অফিস - ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস - ৩য় তল, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৭
মোবাইল নং +৯১ ৮০৭৬০৪৩৫৩৮ ইমেল : barasat@gichf.co.in

প্রতীকী দখল নোটিশ

বিষয় - দখল নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এর সাব রুল (১) সংস্থান অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্তনাম্নীগণকে বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে, ফলে **জিআইসিএইচএফএল** সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের **প্রতীকী দখল** নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা.)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকা দখলের তারিখ
১.	শ্রী মিলন সাহা এবং শ্রী কানাইলাল সাহা WB0770600000267	জেএল নং ১০৫, খতিয়ান নং ১৩৬৩/১, আরএস দাগ নং ১৪২৮ এবং ১৪২৯, এলআর দাগনং ৩৪৪৫, ঠাকুরপল্লি, গ্রাম - চম্পাবেড়িয়া, ল্যান্ডমার্ক : ইউনাইটেড ক্লাব এর নিকট, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭৪৩২৩৫,থানা-বনগাঁ, চৌহদ্দি : উত্তরে: শ্রীগণেশ সাহার আবাস, দক্ষিণে : সুশীল সিংহ এর ভবন, পূর্বে : ঠাকুর পল্লি রোড, পশ্চিমে : খালি জমি সমন্বিত।	৮,৭৪,৬২২/-	২৮.০১.২০২২	১১.০৯.২০২৩
২.	শ্রী প্রসেনজিৎ পাল এবং শ্রী সুনীল পাল WB0770600000260	আরএস দাগ ১০১, আরএস খতিয়ান ৯৭০, খণ্ড খতিয়ান নং ১৩৯৯, এলআর খতিয়ান ২৫৪৮, জেএল নং ৬, তৌজি নং ৯৫৬ এবং ৯৭০, ল্যান্ডমার্ক : ভেবিয়া পঞ্চায়েত অফিস এর নিকট, মৌজা-সাদিয়াগাছি,থানা-হাসনাবাদ, ভেবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- উত্তর ২৪পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড-৭৪৩৪৫৬, উত্তরে : মুক্তি পালের ভবন, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, পূর্বে : সতীনন্দ পালের ভবন, পশ্চিমে : লোকনাথ পালের ভবন সমন্বিত।	৫,৯২,৭৫৩/-	০৮.০২.২০২২	১২.০৯.২০২৩
৩.	শ্রী ললিত মোহন মন্ডল এবং শ্রীমতি রূপালি মন্ডল WB0770600000451	আরএস দাগ ১০৯৭,এলআর দাগ ১২১৫, এলআর খতিয়ান ১৬২১, ১৬৪০, জেএল নং ২৭, হোল্ডিং নং ৬৫৭, গ্রাম - শানপুর, মৌজা- বোদাই, পো- যুগবেড়িয়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১১০, থানা - নিউব্যারাকপুর, ল্যান্ডমার্ক : শানপুর বকুলতলা অটো স্ট্যান্ড। চৌহদ্দি : উত্তরে :নবীনচন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্যরা সম্পত্তি, দক্ষিণে : অসীম বিশ্বাসের সম্পত্তি, পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক,পশ্চিমে :হেমন্ত ঘোষের সম্পত্তি সমন্বিত।	১৩,৪৩,১৮০/-	০২.১২.২০২২	১২.০৯.২০২৩
৪.	শ্রী বিশ্বজিৎ রায় এবং শ্রীমতি তনুশ্রী মুখার্জি WB0770600000275	ভবনের নাম : সারদা উদ্যান অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট এ (উত্তর-পূর্ব দিকে), ২য় তলে, প্রেমিসেস নং ২২৯০,নয়াবাদ, ওয়ার্ড নং ১০৯, থানা- পূর্ব যাদবপুর,ল্যান্ডমার্ক : নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পঞ্চসায়র,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৯৪, চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে: প্লট নং ৭, পূর্বে : প্লট নং ৯, পশ্চিমে : দাগ নং ১৯১ সমন্বিত।	১২,৮৭,৯২৪/-	০২.১২.২০২২	১৩.০৯.২০২৩
৫.	শ্রী জয়দেব দাস এবং শ্রীমতি টুম্পা দাস WB0770600000344	দাগ নং ৫৭৪, জেএল নং ১৬, তৌজি নং ৩০৪০, আরএস খতিয়ান নং ৩৯০, এলআর খতিয়ান নং ৭০৫, ৪৩৬/১ এবং ৫০৮/২, নতুন এলআর খতিয়ান নং ১৫৮০, হোল্ডিং নং ১৬৬ এবং ৫৩৮, গ্রাম : কীর্তিপুর,স্থান : কোলসুর, ল্যান্ডমার্ক : বাগজোলা মার্কেটের নিকট, তালুক :উত্তর ২৪ পরগনা, রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ,পিনকোড : ৭৪৩৪৩৮,থানা -বাদুড়িয়া, চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : ললিতা বিশ্বাসের সম্পত্তি, পূর্বে : সুবল চন্দ্র দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : বিশ্বজিৎ দাসের সম্পত্তি সমন্বিত।	১২,৩৫,৮১৯/-	০২.১২.২০২২	১১.০৯.২০২৩
৬.	শ্রী কৃষ্ণ অধিকারী এবং শ্রীমতি পূরবী অধিকারী WB0770600000345	মৌজা বাসপুর, খতিয়ান নং ৪৪১ এবং ৪৫২, জেএল নং ১৪১, দাগ নং ৭, খতিয়ান নং ১০৬, দাগ নং ৮, খতিয়ান নং ৩৫৩ দাগ নং ৩/৪৮, গ্রাম : পান পাড়া, পো -আকাইপুর, থানা - গোপালনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড : ৭৪৩৭১০, চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী হিরামন দেবের খালি জমি ,দক্ষিণে : কান্তিলাল অধিকারীর সম্পত্তি, পূর্বে : বলরাম অধিকারীর জমি,পশ্চিমে : নরহরি অধিকারীর ভবন সমন্বিত।	১০,৫৯,৬৬৯/-	০২.১২.২০২২	১১.০৯.২০২৩
৭.	শ্রী বিদীপ লাহিড়ি এবং শ্রী মিতালি লাহিড়ি WB0770600000237	হোল্ডিং নং ৬, ভবনের নাম : গুহ ভবন, ফ্ল্যাট - দক্ষিণ-পূর্ব দিকে,২য় তলে, মৌজা-চক্রঘাটা,গুছুরিয়া, তৌজি নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ২১৭, ১৯৯, ৪১, ১৯৪, জেএল নং ২৬, ২৫, আরএস নং ১৪০, ১৬৪, ১৩৮, দাগ নং ৯১, ৯২, ৪৩৮, ৪৩৯,ওয়ার্ড নং ৬, ল্যান্ডমার্ক : কিশলয় স্কুল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৯৪, থানা- বারাসত, চৌহদ্দি : উত্তরে : পি কে শীল, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : ফনী সাহা, পশ্চিমে : উষা রানি সমন্বিত।	৮,৩৫,১৭৩/-	১৭.০৩.২০২৩	১২.০৯.২০২৩

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে জিআইসিএইচএফএল-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তির বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যেকোনো অংশ নিয়ে কাজ কারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ নিয়ে যেকোনো কাজ কারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থের জন্য জিআইসিএইচএফএল **সম্পূর্ণ পেমেন্ট পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।**
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ১৬.০৯.২০২৩
স্থান : বারাসাত

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

জঙ্গি অনুপ্রবেশের নয়া কৌশল

ড্রোনের মাধ্যমে ভারতে জঙ্গি নামানোর পরীক্ষা চালাচ্ছে লস্কর!

শ্রীনগর, ১৫ সেপ্টেম্বর: কাঁটাতার পেরিয়ে সীমান্ত দিয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশের ঘটনা বার বার ভেস্তে যাওয়ায়, এ বার অন্য কৌশল নিতে চলেছে পাকিস্তানের জঙ্গি সংঠন লস্কর-ই-তইবা। এই সম্বন্ধিয় একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ড্রোন থেকে জলাভূমিতে লাফ দিয়ে নামছে এক জঙ্গি। নিউজ ১৮-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ড্রোনের মাধ্যমে ভারতে জঙ্গি নামানোর পরীক্ষা চালাচ্ছে লস্কর। যে ভিডিওটি প্রকাশ্যে এসেছে সেটি লস্করের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের। ড্রোনে জঙ্গি বহন করে তাকে সুরক্ষিত জায়গায় নামিয়ে দেওয়া এবং কী ভাবে নামতে হবে তার প্রশিক্ষণ চলছে।

নিউজ ১৮-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তা হলে কি পঞ্জাব এবং জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি ঢোকানোর পরিকল্পনা করছে লস্কর? এক গোয়েন্দা সূত্রকে উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাসেই নাকি মানববহনকারী ড্রোন ব্যবহার করে পঞ্জাবে জঙ্গি নামানো হয়েছিল। বর্তমানে মাদক এবং অস্ত্র পাচার করতে পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী এবং পাচারকারীরা ড্রোন ব্যবহার করছে। মাঝেমধ্যেই সেই সব ড্রোনকে গুলি করে নামাচ্ছে সেনা এবং বিএসএফ। জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান এবং পঞ্জাবে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার হওয়ায় পাচারকারী এবং জঙ্গিদের সেই কৌশল ভেস্তে যাচ্ছে।

গোয়েন্দাদের এক সূত্রের দাবি, এই পাচার কাজে যে সব ড্রোন ব্যবহার করছে জঙ্গি এবং পাচারকারীরা, সেগুলি ৭০ কেজি পর্যন্ত ওজন বহন করতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই এই ড্রোনগুলি একটি মানুষও বহন করতে সক্ষম। আর এই ড্রোনগুলি ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে বলেও ওই সূত্রের দাবি। সেনার এক সূত্রের দাবি, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের সহযোগিতা ছাড়া জঙ্গিরা এ সব কাজ করতে পারত না। আর এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তা হলে কি এ বার এই কৌশল নিয়েই ভারতে জঙ্গি অনুপ্রবেশের নয়া কৌশল নিচ্ছে পাকিস্তান?

কেরলে বাড়ছে নিপা সংক্রমণ, তৎপর প্রশাসন

তিরুঅনন্তপুরম, ১৫ সেপ্টেম্বর: কেরলের কোঝিকোড়ে ক্রমেই বাড়ছে নিপা আতঙ্ক। শুক্রবার নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক ব্যক্তি। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬-এ। লক্ষ রাখা হচ্ছে তাঁদের সংস্পর্শে আসা ৯৫০ জনের দিকে। এঁদের মধ্যে ২১৩ জন রয়েছে হাই রিস্ক ক্যাটাগরিতে। ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে দুজনের। পরিস্থিতি সামলাতে তৎপর প্রশাসন।

কোঝিকোড়ের পাশাপাশি কান্নুড়, ওয়েনাড় এবং মলপ্পুরমেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রের পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল কেরলের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, যাঁরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের দ্রুত চিহ্নিত করে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে। শুধু তাই-ই নয়, যাঁরা ওই সব রোগীদের সংস্পর্শে এসেছেন, এমন ব্যক্তিদেরও চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। তাঁদেরও একান্তবাসে পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে।

আক্রান্ত আরও ১

শুক্রবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়ে একথা জানিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, আক্রান্তদের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে ২৮৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী। সংক্রমণ যাতে আর না ছড়ায় তা নিশ্চিত করতে বড় জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শুক্রবার নমাজ সকলকে বাড়িতেই পড়তে বলা হয়েছে। ৪ আক্রান্ত রয়েছেন বেসরকারি হাসপাতালে। এছাড়াও কোঝিকোড়ের মেডিক্যাল কলেজে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ১৭ জনকে।

এলিয়েনের দেহাবশেষের ছবি দেখে মুখ খুলল নাসা

ওয়াশিংটন, ১৫ সেপ্টেম্বর: 'এলিয়েন'-এর দেহাবশেষ দেখানো হয়েছে মেক্সিকোর পার্লামেন্টে। চাঞ্চল্যকর এই দাবি প্রকাশ্যে আসার পরেই মুখ খুলেছে নাসা। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, মেক্সিকোর বিজ্ঞানীরা যদি সত্যিই ভিনগ্রহীদের দেহাবশেষের সন্ধান পেয়ে থাকেন তাহলে সেই তথ্য গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে তুলে ধরা হোক। মেক্সিকোর বিজ্ঞানীদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মহাকাশ গবেষণার নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলেই দাবি নাসার।

কয়েকদিন আগেই মেক্সিকোর পার্লামেন্টে এলিয়েনের মৃতদেহ দেখানো হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, জেমি মুসান নামে এক সাংবাদিক দুটি এলিয়েনের দেহ নিয়ে এসেছিলেন মেক্সিকোর পার্লামেন্টে। সেই দেহগুলোর প্রত্যেকটি হাতে তিনটি আঙুল রয়েছে। দেহের তুলনায় মাথার আকৃতি বেশ বড় বলেই জানা গিয়েছে। মুসানের দাবি, মেক্সিকোর ন্যাশনাল অটোনমাস বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্বন ডেটিং করে জানা গিয়েছে প্রায় এক হাজার বছরের পুরনো এই দেহগুলি। পেরুর নাজকা লাইন এলাকা থেকে দেহগুলি পাওয়া গিয়েছে।

মুসান আরও দাবি করেছেন, 'পৃথিবীর কোনও প্রাণীর সঙ্গেই এই দেহগুলির মিল নেই।

মধ্যপ্রদেশের ভোটের ভেট!

মাত্র ৪৫০ টাকায় মিলবে গ্যাস সিলিন্ডার, ঘোষণা শিবরাজের

ভোপাল, ১৫ সেপ্টেম্বর: রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম এক ধাক্কায় অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি জানিয়েছেন, গত ১ সেপ্টেম্বর এবং তার পরে 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা' এবং 'মুখ্যমন্ত্রী লাডলি বহেনা' প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত যে ব্যক্তিরা গৃহস্থালীতে ব্যবহার্য রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার কিনেছেন, তাঁরা সকলেই এই সরকারি ভর্তুকি পাবেন।

যাঁরা এখনও 'মুখ্যমন্ত্রী লাডলি বহেনা' প্রকল্পের জন্য নাম নথিভুক্ত করেননি, তাঁরা ব্লক স্তরের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করিয়ে রাজ্য সরকারের ভর্তুকি পাবেন বলে জানিয়েছেন শিবরাজ। প্রসঙ্গত, অগস্ট মাসেই রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ২০০ টাকা করে কমানোর কথা ঘোষণা করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। বিরোধীদের দাবি, পাঁচ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোট এবং আগামী বছরের লোকসভা ভোটকে নিশানা করেই এই পদক্ষেপ।

শিবরাজ সরকার জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় ভর্তুকি যাঁরা পাবেন তাঁদেরও রাজ্য সরকারের দেওয়া সুবিধা পেতে সমস্যা হবে না। সকলেই ৪৫০ টাকাতেই রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পাবেন। আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। তার আগে 'ভোটের অঙ্ক কষেই' সে রাজ্যের বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপ বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন।

প্রসঙ্গত, গত এপ্রিলেই রাজস্থানের কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট দারিদ্রসীমার নীচে থাকা রাজ্যবাসীদের জন্য ৫০০ টাকায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়া শুরু করেছে।

সমন্বয় বৈঠকের পরই আসনরফা নিয়ে কাজ শুরু ইন্ডিয়া জোটের

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর: সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠকের পরই আসন সমঝোতার সূত্র তৈরি করে ফেলল ইন্ডিয়া জোট। সব দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত রাজ্যওয়াড়ি সমঝোতার কাজ শুরু হয়ে যাবে।

প্রথম দিনের বৈঠকে আসন সমঝোতা নিয়ে প্রাথমিক স্তরে যা কথা হয়েছে, তাতে যে জায়গায় যে দল শক্তিশালী, তারাই সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবে বলে ঠিক হয়েছে। আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে তিনটি সূত্রের মধ্যে যে কোনও একটির উপর ভিত্তি করেই কাজ চলবে। গতবারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল, রাজ্যের শেষ বিধানসভা নির্বাচনের ফল বা লোকসভা ও বিধানসভা দুই নির্বাচনের ফলের উপর নির্ভর করেই আসন সমঝোতার কাজ এগোতে পারে। সেক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সঙ্গে লেনদেন নেই এমন কোনও তৃতীয় ব্যক্তি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে থাকতে পারেন এমন কথাও ভাবা হয়েছে। আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব ও দিল্লি, এই তিন রাজ্যে সবথেকে বেশি জট রয়েছে। তাই সেখানে ধীরে চলো নীতি নিয়েই এগোনো হতে পারে।

নয়ডায় নির্মীয়মাণ বহুতলের লিফট ছিঁড়ে ৪ শ্রমিকের মৃত্যু

গুরুতর জখম ৫ জন

নয়ডা, ১৫ সেপ্টেম্বর: উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় নির্মীয়মাণ একটি বহুতলে লিফট ছিঁড়ে চার শ্রমিকের মৃত্যু হল। গুরুতর জখম হলেন আরও পাঁচ জন। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে পশ্চিম গ্রেটার নয়ডায় একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে কাজ চলছিল। লিফট করে শ্রমিকেরা ওঠানামা করছিলেন। ১৪ তলা থেকে নীচে নামার জন্য লিফটে উঠেছিলেন ন'জন শ্রমিক। আচমকাই তার ছিঁড়ে যায়। সেই অবস্থাতে নীচে আছড়ে পড়ে লিফট। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চার শ্রমিকের। গুরুতর জখম হন আরও পাঁচ শ্রমিক। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গৌতমবুদ্ধ নগরের জেলাশাসক মণীশ বর্মা জানিয়েছেন, সকাল ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেন। কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, তার ছিঁড়েই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে অন্য কোনও কারণ আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। এই ঘটনায় কেউ দোষী প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলাশাসক। মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গত মাসেই নয়ডার ১৩৭ সেক্টরে একটি আবাসনের লিফট ছিঁড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। মহিলা একাই ছিলেন। সেই সময় তার ছিঁড়ে যায় লিফটের। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে চিন

গোয়েন্দা রিপোর্টে চাঞ্চল্য

বেজিং, ১৫ সেপ্টেম্বর: পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে চিন। শুধু অস্ত্র নয়, উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নিখুঁত মানচিত্রের জোগানও দেওয়া হচ্ছে পাক জঙ্গিদের। ভারতে অনুপ্রবেশ করে নাশকতা চালাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান, সেরকমটাই অনুমান ভারতীয় গোয়েন্দাদের। বেশ কয়েকমাস ধরে কাশ্মীর, পঞ্জাবের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো থেকে ভারতের মাটিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। সেনার সঙ্গে লাগাতার সংঘর্ষেও জড়াচ্ছে তারা।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি শিবির সম্পর্কে বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করেছেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। তাঁদের মতে, পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই চাইছে জঙ্গিদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিতে। সেই জন্যই চিনের দ্বারস্থ হয়েছে পাক গোয়েন্দা সংস্থা। সেদেশ থেকে পিস্তল, গ্রেনেডের মতো নানা সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হচ্ছে পাক জঙ্গিদের হাতে। চিনা ড্রোনের মাধ্যমে সোজা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পৌঁছে যাচ্ছে অস্ত্র। তবে অস্ত্রের পাশাপাশি আনুসাঙ্গিক নানা সরঞ্জামও পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হাতে তুলে দিচ্ছে চিন। ডিজিটাল ম্যাপ শিট, দিক নির্ণায়ক যন্ত্রও পাঠানো হয়েছে জঙ্গিদের জন্য। সীমান্ত এলাকায় প্রহরা পেরিয়ে কীভাবে ভারতের মাটিতে অনুপ্রবেশ করতে হবে, সেই ছক কষতে কাজে লাগানো হবে এই অত্যাধুনিক মানচিত্রগুলো।

Office of the Radharghat-I Gram Panchayat
Sealmara: Berhampore: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-TENDER NO-02/RD-1 GP/2023-24, Dated: 14/09/2023 is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-I G.P, Berhampore, MSD. for Civil works upto 23/09/2023 Time: 12.00 noon Details may be obtained from this office during office hours.

Prodhan, RADHARGHAT-I GP Sealmara, Berhampore, Murshidabad

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

CORRIGENDUM

1) NIeQ No:- WBMAD/BM/HD/NIQ- 67 (eP)/2023-24 Date-04.09.2023, Tender **ID : 2023_MAD_563554_1 & 2023_MAD_ 563554_2**. Name Of Work: Annual Maintenance Contract for 2(Two) Mobile Compactor Registration No- WB-23E-7031 & WB-23E-7033 under Baranagar Municipality. The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tenders are hereby extended up to 23.09.2023 and Bid Opening Date will be 27.09.2023. **For details please log on to www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-07 OF 2023-24 (1ST Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Supply & Laying of Clear Water Rising main pipe line (D.I.-K9)/ MS Pipe including supply of DI Specials and permanent Road restoration for Water Supply Scheme within Zone-F within Basirhat Municipal area in the District North 24 Parganas under AMRUT. e-Tender Start Date: **15.09.2023 at 6.00 PM.** and Closing Date: **09.10.2023 at 9.00 AM.** For more information, visit : **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- Chairperson Basirhat Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

ED/Crematorium/08/23-24 তারিখ : ১৪.০৯.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি কর্তৃক এইচএমসি অধীনে **সালকিয়া বাঁধাঘাট বার্নিং ঘাট ভবনের মেরামতি এবং সংস্কার সাধনের জন্য** সংশ্লিষ্ট একই ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহূত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ক্রিমেটোরিয়াম বিভাগ/ https://wbtenders.gov.in থেকে। **টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ ২৩.০৯.২০২৩ সন্ধ্যা ৬টা** পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১৪৬(১)/২৩-২৪ **এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার**
১৫.০৯.২৩ **হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন**

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট), এইচএমসি অধীনে ৬ (ছয়)টি বৈদ্যুতিন কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সাম্প্রতিকতম জিএসটি পরিযোধের সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিকতম তিন মাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ১৪.০৯.২০২৩ সন্ধে ৬টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৬.০৯.২০২৩ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১৪৭(১) / ২৩-২৪ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
১৫.৯.২৩ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187

TENDER NOTICE
E-TENDER NO.: TN/05/AE/B-I/ 23-24, Date: 15.09.2023

For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Website **www.hmc.gov.in** & **wbtenders.gov.in**. Last Date of Application on **26.09.2023**.

Sd/- Assistant Engineer Borough-I, H.M.C.

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Quotation vide memo no.02 (2nd Call)/ Three computer Set/C.M/ 2023-2024 Dt-15-09-2023 for supplying of Computer Set. For further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ

ডে. চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কলোনি, এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর,ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) "অবাধ" ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের বিবরণ : -১১-২০২৩-কলোনি কাজের নাম** :- ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ সংযুক্ত সহিত : (ক) "গোরক্ষপুর-হেড কোয়ার্টারস বিল্ডিং এবং অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংয়ের দরজা, জানালা,ফলস সিলিং, ছাদের মেরামতি এবং পিসিই অফিসে শৌচালয়ের মেরামতি এবং সংস্কারসাধন।" (খ) "গোরক্ষপুর-এলএনএম রেলওয়ে হসপিটালে - আইসিইউ এবং আইসিসিইউ ব্লকে ক্ষতিগ্রস্ত ছাদের মেঝে এবং অন্যান্য সুবিধাদির পরিবর্তন/ সংস্কারসাধন এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের ক্ষতিগ্রস্ত শৌচালয় ব্লকের এবং সড়ক ইত্যাদির পরিবর্তন/ সংস্কারসাধন।" (গ) "গোরক্ষপুর-ডেয়ারি এবং মেডিকেল কলোনিতে জলের মজুত ট্যাঙ্কের পরিবর্তন এবং ১৬০ টি ইউনিট টাইপ-১, ২ এবং টাইপ-৩ কোয়ার্টারের ক্ষতিগ্রস্ত শৌচালয়ের ছাদের পরিবর্তন"। ঘ) "গোরক্ষপুর -রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার এরিয়া,এন ই রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে সিসিটিভি এর সংস্থান", **আনুমানিক মূল্য :** ৫২,০৩,২৭০.৫৩ টাকা, **ইএমডি জমা :** ১,০৪,১০০.০০ টাকা, **টেন্ডার ফর্ম মূল্য :** নেই, সম্পাদনের মেয়াদ /সময় পত্র গ্রহণের ইস্যুর তারিখ থেকে -০৬ মাস,
●ই-টেন্ডার অনলাইনে দাখিল করতে হবে ০৪.১০.২০২৩ তারিখ বেলা ৩ টা পর্যন্ত,
●সংশ্লিষ্ট এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল টেন্ডার দাখিল অনুমোদিত নয় এবং ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হলেও তা অগ্রাহ্য হবে। সম্পূর্ণ বিস্তারিত এবং টেন্ডার দাখিলের বিষয় জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ে আইআরইপিএস এর ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in।
ডে. চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কলোনি,
CPRO/EL-142 গোরক্ষপুর
ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান থেকে বিরত থাকুন

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal, Dist. - South 24 Parganas

On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 112/SGP/23-24 (20 nos Soakpit),** Dated 15/09/2023) within the GP area. The last bid submission date is **23/09/2023 till 2.00 P.M.** For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**

S/d Pradhan, Sridhanrnagar GP

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 23/23-24/MF/T Dated 15.09.2023.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: 30.09.2023 up to 12 noon. The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das. Chairman Barrackpore Municipality

e-TENDER NOTICE
Tender Id: 2023_DMB_570363_1 to 10 & 2023_DMB_570295_1 to 5

Bid Submission Start Dt. & Time (online): from **15/09/2023 up to 06:55pm** Bid submission closing Dt. & Time (online): upto **22/09/2023 up to 06:00pm**
For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer Khandaghosh Panchayat Samity

e-Tender Notice

NIT No.- This office Memo No. - 663, Date: 15/09/2023, Duly filled Tender are invited for Construction of **Cycle Sand Shed, Concrete Road, Cover Drain, Gray Water Management, Community Toilet, Supply of Fire Extinguisher, Supply of IT Materials and repairing of school, AWC etc. (20 Nos. scheme)** from bonafide, eligible resourceful contractor/ agency for the work under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) up to **23.09.2023** for detail information please contact with Memari-II P.S. office notice board/SAE Section.

Sd/- Executive Officer, Memari-II Panchayat Samity Paharhati, Purba Bardhaman

NIT No. 02/2023-24, DT. 18/09/2023

E-Tender is being invited by WB-CADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. Estimate for balance work of construction of Mini Cold Storage at Irrinchi farm, Block - Khejuri-1 under WBCADC Tamluk-I Project.
Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from 18/09/23.Tender reference no. **02/2023-24** Tender ID: **2023_PRD_569555_1** Bid submission end date for the following works **03/10/2023 at 18:30 hrs.** Estimated Cost each tender Rs.121288.

SD/ Officer In-Charge WBCADC, Tamluk Project Dept. of P & RD, Govt. of WB Tel No: 03228-266141, 9434667766

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 24/23-24/NCAPFFC/T Dated 15.09.2023.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under National Clean Air Programme of Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: 30.09.2023 up to 12 noon. The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das. Chairman Barrackpore Municipality

CORRIGENDUM

In partial modification of **e-Tender No. 49/2022-23** of this office **Memo No.: 646, Date: 08.09.2023** extension of Bid Submission Closing Date will be: **18.09.2023 up to 05:00 PM** and Bid Opening Date will be: **20.09.2023 at 12:00 PM.**

Sd/- Executive Officer, Memari-II Panchayat Samity Paharhati, Purba Bardhaman

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৩৬-২০২৩-২৪, তারিখ ১৩.০৯.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** "শিয়ালদহে নতুন ডিআরএম বিল্ডিং নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে বর্তমান ভূগর্ভস্থ কেব্‌ল (এইচটি এবং এলটি) ডাইভারশনের জন্য কেব্‌ল বিছানোর কাজ" সংক্রান্ত কাজে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৯৫,৩৯,৬৪৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৯০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৩৮-২০২৩-২৪, তারিখ ১৩.০৯.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** তিন বছরের জন্য নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিংয়ের পশ্চিমদিকে প্রতিটি ২০ জন যাত্রী বহনক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি লিফ্টের (জি+১৩) (মেক ঃ মেসার্স থাইসেনক্রুপ) কম্প্রিহেনসিভ অ্যানুয়াল মেন্টেন্যান্স শিডিউল এবং ব্রেকডাউন কন্ট্র্যাক্ট। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪৭,৬১,৫৩৬.১৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৯৫,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৩.০৯.২০২৩। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.১০.২০২৩ এ দুপুর ২টা। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.১০.২০২৩-এ দুপুর ২টার পর। **টেন্ডার বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** ২১.০৯.২০২৩। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (SDAH-191/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha municipality invites e tender vide memo no. WBMAD/CM/ UHWC/ PWD/NIT-12/23-24 & Tender id. 2023_MAD_ 570372_1 for renovation of health center. For further information please visit **www.wbtenders. gov.in**

Memo. No. 145/1(4)/ PMKSY WDC 2.0/10 Dated 14/09/2023

Copy forwarded for information and necessary action to :
1. The CEO & Secretary, WBSWDA
2. The Joint Director of Agriculture, Govt. of West Bengal, Soil Conservation, 18, Rabindra Sarani, Poddar Court 1st Floor, Kolkata- 700001.
3. PA to District Magistrate & Chairman, WCDC, Purulia
4. CA to Addl. District Magistrate (ZP) & Vice-Chairman, WCDC, Purulia

Assistant Director of Agriculture Raghunathpur-I Block, & PIA, Utia & Senera Watershed, Purulia

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting E-Tender
E-Tender Notice No. 174/PW/Eng/2023 dated 14.09.2023
Memo No. 947/PW/Eng/2023 dated 14.09.2023

Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.

Sd/- Superintending Engineer Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting Quotation
Quotation Notice No. Q-175/PW/Eng/2023 dated 14.09.2023
Memo No. 929/PW/Eng/2023 dated 14.09.2023

Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.

Sd/- Superintending Engineer Asansol Municipal Corporation

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Quotation

Online Qoutation are invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the **02 Nos. different supply works** under in the **Memo No.: .: BM/ e-NIQ/4972 (1-2), Date: 14/09/2023. eNIQ ID: 2023_MAD_569444_1 to 2023_MAD_569444_2.** Bid Submission Start Date (Online): **16/09/2023 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **25/09/2023 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **29/09/2023 at 02:00 PM onwards.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**

Sd/-, Chairman Bhadreswar Municipality

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Quotation

Online Qoutation are invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the **02 Nos. different supply works** under in the **Memo No.: BM/ e-NIQ/4973 (1-6), Date: 14/09/2023. eNIQ ID: 2023_MAD_569333_1 to 2023_MAD_569333_6.** Bid Submission Start Date (Online): **16/09/2023 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **25/09/2023 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **29/09/2023 at 02:00 PM onwards.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**

Sd/-, Chairman Bhadreswar Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 96 to 100/23-24 Dated. 15.09.2023

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Purulia, Howrah, Burdwan and Mueshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **16-09-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **29-09-2023 before 6.00 pm** as per NIeT.

Dater: 15.09.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের ওপর তাণ্ডব ক্লাসেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিরিজের চতুর্থ ওয়ানডেতে সেঞ্চুরিয়নে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের ওপর তাণ্ডব চালিয়েছেন ক্লাসেন। ১৩টি করে চার ও ছয়ে ৮৩ বলে ১৭৪ রান করে ফেলেছেন তিনি। অন্য প্রান্তে ডেভিড মিলারও আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর 'কিলার' রূপে! ৬টি চার ও ৫টি ছয়ে ৪৫ বলে তিনি করেছেন অপরাজিত ৮২ রান।

সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ডময় এক ইনিংসই উপহার দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে তারা তুলেছে ৪১৬ রান। ক্লাসেনের ১৭৪ রান ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকান সর্বোচ্চ স্কোর। প্রোটিয়াদের সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি ২০০৬ সালে জোহানেবার্গে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৯ উইকেটে ৪৩৮ রান।

আজকের ৪১৬ রানের ইনিংসটি ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার সপ্তম ৪০০ বার এর বেশি রানের ইনিংস। ওয়ানডে ক্রিকেটে এর চেয়ে বেশিবার ৪০০ বা এর চেয়ে বেশি রানের ইনিংস নেই আর কোনো দলের। এর আগে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে রেকর্ডটি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার (৬ বার)।

রান আর জুটির এতগুলো রেকর্ড যখন হয়েছে, বোলিংয়ে ভুলে যাওয়ার মতো রেকর্ড হওয়াও

ব্যাটসম্যানদের মধ্যে চতুর্থ সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। ৬ নম্বরে নেমে কপিল দেবের ১৭৫ রানের পর এটা ৫ বা এর পরে ব্যাটিংয়ে নেমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। আর ২৫ ওভার বা এর পরে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি রানের ইনিংস ক্লাসেনের ১৭৪-ই।

পঞ্চম উইকেটে মিলারকে সঙ্গে নিয়ে মাত্র ৯৪ বলে ২২২ রানের জুটি গড়েন ক্লাসেন। এটা ওয়ানডেতে দ্রুততম ২০০ রানের জুটি। আর ৫ উইকেটে ৪১৬ রান ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় স্বাভাবিক। সেটা হয়েছে অ্যাডাম জাম্পার। ওয়ানডেতে সবচেয়ে খ রুচে বোলিংয়ের রেকর্ডে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক বোলার মাইকেল লুইসের পাশে নাম লিখি য়েছেন তিনি।

১০ ওভার বোলিং করে ১১৩ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি জাম্পা। এর আগে ২০০৬ সালে জোহানেসবার্গে এই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেই ১০ ওভারে ১১৩ রান দিয়েছিলেন লুইস। জাম্পার মতো তিনিও সেই ম্যাচে কোনো উইকেট পাননি।

ভারতের সামনে ২৬৬ রানের লক্ষ্য, গিলের শতরানে ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও একটি ইনিংস, আরও একবার ব্যর্থ বাংলাদেশের টপ অর্ডার। দ্বিতীয় সারির ভারতের বিপক্ষেও আজ আগে ব্যাট করতে নেমে ৫৯ রানে ৪ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। সেখান থেকে সাকিব আল হাসান (৮০) ও তাওহিদ হৃদয়ের (৫৪) জোড়া ফিফটি দলের রানটাকে দুই শ'র কাছাকাছি নিয়ে যায়। ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ের মতো স্কোর এসেছে আসলে লোয়ার অর্ডারের সৌজন্যে। নাসুম আহমেদ (৪৪), শেখ মেহেদী হাসান (২৯) ও অভিষিক্ত তানজিম হাসানের (১৪) ব্যাটে ভর করে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ তুলেছে ৮ উইকেটে ২৬৫ রান। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন শার্দূল ঠাকুর।

ম্যাচটায় দুই দলেই কিছু পরিবর্তন প্রত্যাশিতই ছিল। খেলাটা এশিয়া কাপের ফাইনালিস্ট ভারতের বিপক্ষে হলেও এ ম্যাচ থেকে বাংলাদেশের পাওয়ার কিছু নেই বললেই চলে। টুর্নামেন্ট থেকে যে আগেই ছিটকে গেছে সাকিবের দল। তাই শেষ ম্যাচটায় দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। মূল পেসার তাসকিন আহমেদ, হাসান মাহমুদ ও শরীফুল ইসলামকে বিশ্রাম দিয়ে দলে ফিরিয়ে আনা হয় মোস্তাফিজুর রহমানকে।

দ্বিতীয় পেসার হিসেবে অভিষেক হয় তানজিম হাসানের। ৯ মাস পর দলে ফেরেন এনামুল হকও। শেখ মেহেদী হাসান ও ওপেনার তানজিদ হাসান আজকের ম্যাচটা খে লছেন। ওদিকে পাঁচটি পরিবর্তন এনে একাদশ নামিয়েছে রোহিত শর্মার দলও। অভিষেক হয়েছে তিলক বর্মার।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিলক ভার্মার অভিষেক, ভারতীয় দলে ৫ পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপে এখ নও অবধি অপরাজিত ভারত। এক ম্যাচ হাতে রেখেই ভারতীয় টিম ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল। আজ এশিয়া কাপে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচ। মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি রোহিত শর্মার ভারত এবং সাকিব আল হাসানের বাংলাদেশ। একদিকে ফাইনালে ওঠা প্রথম দল, অন্যদিকে খে তাবের লড়াই থেকে ছিটকে যাওয়া প্রথম দল। বিশ্বকাপের আগে এ বারের এশিয়া কাপ সফরটা বাংলাদেশের ভালো কাটল না। এখ নও অবধি চলতি এশিয়া কাপে ৪টি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। তার মধ্যে সাকিব আল হাসানরা মাত্র জিতেছেন ১টি ম্যাচে। বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপে খেলে একমাত্র রশিদ খান-মহম্মদ নবিদের হারায় টাইগার্সরা। এ বার দেখার আজ ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কেমন পারফর্ম করে। আজ ভারতের হয়ে ওডিআই ডেবিউ হল তরুণ তুর্কি তিলক ভার্মার। টিম ইন্ডিয়ার একাদশে ৫ পরিবর্তন।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টস জেতেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। টুর্নামেন্টে বাকি যে ক'টি ম্যাচে টস জিতেছিলেন রোহিত, তাতে শুরুতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছিলেন। অবশ্য সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে তিনি উল্টোটা বাছলেন। প্রথমে সাকিবদের ব্যাট করতে পাঠালেন রোহিত। টসের আগে তরুণ ক্রিকেটার তিলক

ভার্মার হাতে ডেবিউ ক্যাপ তুলে দেন ভারতের ক্যাপ্টেন রোহিত। টসের পর রোহিত বলেন, 'আজ আমরা প্রথমে ফিল্ডিং করব। আমরা এই টুর্নামেন্টে এর আগে শুরুতে ফিল্ডিং করিনি। উইকেট ভালোই মনে হচ্ছে। আজ এমন কয়েকজনকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যারা এর আগে একটি ম্যাচেও খে লার সুযোগ পায়নি। একাদশে আজ পাঁচটি পরিবর্তন। ডেবিউ হল তিলক ভার্মার। মহম্মদ সামি, প্রসিধ কৃষ্ণা আর সূর্যকুমার একাদশে এসেছে।'

টসের পর সাকিব বলেন, 'আমি কী করব, তা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলাম। প্রথমে ব্যাট করাটা আমাদের জন্য খারাপ হবে না। তানজিমের ডেবিউ হচ্ছে। ওর জন্য ভালো লাগছে। বিশ্বকাপের আগে আমরা নিজেদের সেরাটা এই ম্যাচে দিতে চাই।'

ভারতীয় দলের পাশাপাশি বাংলাদেশ টিমেও এক ক্রিকেটারের ওডিআই ডেবিউ হল, তানজিম হাসান সাকিবের।

নিরাপত্তাজনিত সমস্যা, উৎসবের মরশুমে অনিশ্চিত আইএসএল ডার্বি ও এএফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: একদিকে আইএসএল অন্যদিকে বাঙালির প্রিয় দুর্গাপুজো। অক্টোবর মাস জুড়ে ফুটবল আর ফেস্টিভ্যালের ডবল বোনানজা। তার মধ্যেই সমস্যা নিরাপত্তা নিয়ে। পুজোর মাসে খে লায় পুলিশ দেওয়া নিয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়ে দিল ক্রীড়া দফতর।

আশঙ্কা ছিলই। দুর্গা পুজোয় শহরের রাস্তায় জন প্লাবন সামলাতে এমনিতেই নাভিশ্বাস ওঠে পুলিশ প্রশাসনের। তার ওপর আবার আইএসএলে বড় ক্লাবের ম্যাচ! প্রশ্ন যে উঠবে জানাই ছিল! ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সদস্য সমর্থকরাও ভেবে পাচ্ছিলেন না কূল রাখবেন, না মান রাখবেন! একে বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো, তায় আবার প্রিয় ক্লাবের ম্যাচ! কলকাতায় বাঙালির এল ক্লাসিকোর দিন ধার্য হয়েছিল ২৮ অক্টোবর। সেদিন আবার বাঙালির কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর দিনেও বটে। কোন দিকে ফেলে কোন দিকে যাবেন লাল হলুদ, সবুজ মেরুন সমর্থকরা? সমর্থকদের যাবতীয় দ্বিধা দ্বন্দ্বের মসিহা হয়ে তাদের মনের কথাটাই যেন বলে দিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উৎসবের মরশুমে পুলিশ দেওয়া সম্ভব নয়, রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে এই মর্মে

ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দুই ক্লাবকেই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল।

২১ অক্টোবর, সপ্তমীর দিন যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল বনাম এফসি গোয়ার ম্যাচ! ২৮ অক্টোবর যুবভারতীতে এএফসি-র ম্যাচে মুখে ামুখি হওয়ার কথা মোহনবাগান ও বসুন্ধরা এফসির। ২৮ অক্টোবর লক্ষ্মী পুজোর দিন বাঙালির এল ক্লাসিকো অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ম্যাচের দিন চূড়ান্ত করেছিল এফএসডিএল। রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এদিন সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন,দ১৮ অক্টোবর থেকে রাজ্যে দুর্গাপুজোর ছুটি পড়ে যাচ্ছে! এই সময়ের মধ্যে কোন ম্যাচে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশ দেওয়া সম্ভব নয়!দ একই সময়ে ইডেনে আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচও রয়েছে। ২৮ অক্টোবর অর্থাৎ লক্ষ্মী পুজোর দিন ইডেনে বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ডসের ম্যাচ নিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি ক্রীড়ামন্ত্রী। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে, বিশ্বকাপের ম্যাচ নিয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হবে না।

'ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারানো মোটেও সহজ হবে না', জানিয়ে দিলেন পাঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপ ফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও শ্রীলঙ্কা। রবিবারের ফাইনাল মোটেও একপেশে হবে না। শ্রীলঙ্কাকে হারানো মোটেও সহজ কাজ হবে না। ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ভারতের প্রাক্তন তারকা ইরফান পাঠান। সোশ্যাল মিডিয়ায় পাঠান বলেছেন, দশ্রীলঙ্কার সঙ্গে ফাইনাল খেলবে ভারত। একদিকে ভালোই হল ভারতের জন্য। এটা মোটেও একপেশে ফাইনাল হবে না।দ

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে পাকিস্তানকে হারানোর ফলে ফাইনালে চলে যায় শ্রীলঙ্কা। কুশল মেন্ডিস দুর্দান্ত ৯১ রানের ইনিংস খেলেন। তাঁকে সাহায্য করেন সমরবিক্রম এবং আসালাঙ্কা।

এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখে ামুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। এমনটাই ধরে নিয়েছিলেন সবাই। ভারত-পাক ফাইনাল না হওয়ায় বাকিদের মতো দুঃখিত পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা শোয়েব আখতার। পাঠান বলছেন, দগত কয়েকটি ম্যাচে শ্রীলঙ্কা দারুণ খেলেছে। ওদের দলে এমন ব্যাটার রয়েছে যারা ভালো বলও করতে পারে। শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং লাইন আপ লম্বা।

এককথায় এই শ্রীলঙ্কা ভবিষ্যতের দল। গত বারের এশিয়া কাপ জিতেছে শ্রীলঙ্কা। এবারও ফাইনালে পৌঁছেছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে, শ্রীলঙ্কাকে উপেক্ষা করা যাবে না।

ভারত সোনার খনি, প্রতিভার অভাব নেই, বলছেন ওয়েঙ্গার

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিভার অভাব নেই। প্রতিভাবান ফুটবলারদের তালিকা তৈরি করতে পারলে ভারতের উন্নতি রোখা যাবে না। কিন্তু প্রতিভা খুঁজে বের করা কঠিন। এবং এই সাংগঠনিক খামতি পূরণ না হলে ফুটবল খেলিয়ে দেশ হিসেবে ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়। এই গোড়ার কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন আর্সেনালের প্রাক্তন কোচ। যিনি এখন আবার ফিফার গ্লোবাল ফুটবল ডেভেলপমেন্টের মাথা। সেই আর্সেন ওয়েঙ্গার ভারতে আসছেন খুব শিগগিরি। গত মাসে মেয়েদের বিশ্বকাপ চলাকালীন অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েঙ্গারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে, সচিব সাজি প্রভাকরনের সঙ্গে। এআইএফএফ সেন্ট্রাল অ্যাকাডেমি শুরু করতে চলেছে। সেই কারণেই ফিফার সাহায্য চায় ফেডারেশন।

আগামী অক্টোবরে ভারতে আসতে পারেন ওয়েঙ্গার। তিনি বলেছেন, 'ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। ভারতের বিশ্বের অন্যতম বড় দেশ ফুটবল উন্নয়নের চেষ্টা করছে। ভারত খেলার দেশ। আশা করি আমরা ভারতের বাচ্চাদের জন্য একটা নতুন দিক খ ুলে দিতে পারি। যাতে ওরা ফুটবল খেলতে আগ্রহী হয়। আমি এই ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী, কারণ

সাফল্য শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। আমরা ভারতের তরুণ প্রজন্মকে শেখাব ফুটবল দেখার জন্য।' অ্যাকাডেমি শুরু করতে গেলে দুটো সহজ ধাপ প্রয়োজন পড়ে। ওয়েঙ্গারের কথায়, 'দুটো বিষয়ের উপর পুরো ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে। এক, প্রতিভা খুঁজে বের করা। সেই সঙ্গে ফুটবল এডুকেশন প্রোগ্রাম ও কোচিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফিফার সঙ্গে জুটি বেঁধে এআইএফএফকে ফুটবল প্রোগ্রামটা সাজাতে হবে। এআইএফএফের সঙ্গে মিলে আমাদের প্রতিভা খোঁজার কাজটা করতে হবে। তারপর গ্রাসরুট প্রোগ্রাম চালাতে হবে। সেখান থেকে আবার প্রতিভা খুঁজে নিতে হবে। ১৪০ কোটির দেশে প্রতিভা খুঁজে বের করা কঠিন নয়। ভারত তো সোনার খনি। তবে এটা সংগঠনের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই কাজটাই সহজ করতে হবে।' ওয়েঙ্গার চাইছেন এমন কিছু লোকজন, যাঁদের ধারণা আছে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে। প্রতিভা কোথায় বেশি পাওয়া যাবে, তা পরিষ্কার জানেন। ফিফা আর এআইএফএফের সংযুক্তিতেই কাজটা সারতে চাইছেন আর্সেনালের প্রাক্তন কোচ।

যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়াল রিয়াল মাদ্রিদের নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গেল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর প্রাক্তন ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের নাম। স্পেনের অন্যতম বড় ক্লাবের অ্যাকাডেমির তিন ফুটবলার অভিযুক্ত। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তারও করেছে। লা পালমাসের সিভিল গার্ড পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছে। এর ফলে যে রিয়ালের মুখ পুড়ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, সন্দেহ নেই। অনুমান করা হচ্ছে, শুধু অ্যাকাডেমির ওই তিন ফুটবলারই নয়, এতে জড়িত থাকতে পারেন প্রথম দলের ফুটবলাররা। তা যদি হয়, ইউরোপিয়ান ফুটবলের অন্যতম ক্লাব আরও কলঙ্কিত হতে পারে। পুরো ব্যাপারটা যে হেতু পুলিশি তদন্তের অন্তর্গত, তাই এ নিয়ে সরকারি কোনও মন্তব্য করেননি ক্লাব কর্তারা। তবে স্পেনে এ নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। এই খ বর এল কনফিডেন্সিয়াল নামের

একটি কাগজ ব্রেক করেছে। তার পরই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে সব মহলে।

৬ সেপ্টেম্বর এক নাবালিকা মেয়ের মা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর মেয়ের নগ্ন ভিডিয়ো তুলেছে রিয়ার মাদ্রিদের অ্যাকাডেমির এক ফুটবলার। ওই নোংড়া ভিডিয়ো তোলার জন্য মর্গ্যানের ক্যানারি আইল্যান্ড ওই ফুটবলার নিয়ে গিয়েছিল মেয়েটিকে। তাতেই ব্যাপারটা শেষ হয়নি, ওই ভিডিয়ো অ্যাকাডেমির কয়েকজনকে ফরোয়ার্ডও করেছে। পুলিশ তদন্তে নেমে ঘটনার সত্যতা জানতে পারে। ওই তিনজন রিয়ালের তৃতীয় টিম ও রিজার্ভ টিমের ফুটবলার। তদন্তে নেমে রিয়ালের ভালদেবেবাসের যুব অ্যাকাডেমি থেকে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তখন ওই তিন অভিযুক্ত টিমের সঙ্গে ট্রেনিং করছিল। এর আগে এমন ঘটনা কখ নও ঘটেনি রিয়ালে। যে কারণে চাঞ্চল্য ফেলে দেওয়ার পাশাপাশি ফুটবলারদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নড়িয়ে দিয়েছে ক্লাব প্রশাসনকে। যত দূর জানা যাচ্ছে, পুলিশ অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। ফোন খতিয়ে দেখছেন এক্সপার্টরা। তিন অভিযুক্তের পাশাপাশি রিয়ালের আর কোনও ফুটবলার এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কিনা, ভিডিয়ো তাদেরও পাঠানো হয়েছে কিনা, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্পেনের কাগজ এল কলফিডেন্সিয়াল মনে করছে, এই ঘটনায় জড়িয়ে থাকতে পারে প্রথম টিমের কেউ কেউ। যে কারণে পুলিশ ব্যাপারটিকে হালকা নিতে নারাজ। নাবালক-নাবালিক আইন ভীষণ কড়া স্পেনে। অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হলে বড় শাস্তি পেতে হতে পারে ওই ফুটবলারদের।

ফুটবলমঞ্চে অভিষেক মেসিপুত্র থিয়াগোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগস্টের শেষ দিকেই ইন্টার মায়ামির একাডেমিতে অনূর্ধ্ব,১২ দলে যোগ দিয়েই আলোচনায় এসেছিল লিওনেল মেসির ছেলে থিয়াগো।

এবার ইন্টার মায়ামির বয়সভিত্তিক দলের হয়ে অভিষেকও হলো তার। ম্যাচের তার অভিষেকের কিছু মুহূর্তও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। যেখানে সতীর্থদের সঙ্গে তাকেও গোল উদ্ যাপন করতেও দেখা যায়।

১০ বছর বয়সী থিয়াগো মূলত বয়সভিত্তিক দলের একজন হিসেবেই এদিন ফ্লোরিডা ব্লু ট্রেনিং সেন্টারের ম্যাচটিতে মাঠে নামে। এই মাঠে ইন্টার মায়ামির মূল দলও অনুশীলন করে। ফ্লোরিডা ব্লুতে থিয়াগোর অভিষেক হয়েছে ওয়েস্টন এফসির বিপক্ষে। যেখ ানে তার দল জিতেছে ২,১ গোলে। বাবাকে অনুসরণ করে সন্তানের ফুটবলের পথে হাঁটার গল্পটা নতুন কিছু নয়। বাবা,ছেলের ফুটবলার হয়ে ওঠার এমন উদাহরণ অনেক আছে। কখনো বাবার ছায়ায় আড়ালে পড়ে যান ছেলে আবার কখনো বাবাকে ছাড়িয়ে নিজের নামেই খ্যাতিমান হয়ে উঠেন ছেলে। সাফল্য বা ব্যর্থতার সেই পথে হাঁটতে এসেছে থিয়াগোও। এর গত ইন্টার মায়ামি জানিয়েছিল, ২০২৩,২৪ মৌসুমের দলের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছে থিয়াগো। ইন্টার মায়ামির বিভিন্ন পর্যায়ের যুবদলে থাকা ১৫০ ফুটবলারের একজন হিসেবেই খে লবে মেসির বড় ছেলে। এ মৌসুমে থিয়াগো ছাড়াও আরও ৩৪ তরুণের অভিষেক হওয়ার কথা রয়েছে। ২০১৮ সালে ইন্টার মায়ামি যাত্রা শুরুর পর ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠা করা একাডেমিটি। তবে ইন্টার মায়ামির জার্সি থিয়াগোর পরা প্রথম জার্সি নয়। এর আগে বার্সেলোনার ৬ থেকে ৮ বছর বয়সীদের একটি প্রজেক্টে যুক্ত ছিল থিয়াগো। এমনকি ২০২০ সালে বার্সার জার্সিতে তার করা একটি গোলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ ভাইরালও হয়েছিল।

ইন্টার মায়ামির একাডেমিতে থিয়াগো যোগ দেওয়ার পর থেকেই দলের ভেতর মেসি ও আর্জেন্টাইনদের সমর্থকদের মধ্যে দারুণ উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল। অনেকে সে সময় থিয়াগোকে শুভেচ্ছাও জানান। তাঁদের আশা মেসির পর তাঁর ছেলেও ফুটবলমঞ্চে নিজের ঝলক দেখ াবেন। তবে এখনো তো মাত্র শুরু। থিয়াগোর পাড়ি দেওয়ার আছে লম্বা এক পথ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং